বাগধারা ২৪

একাধিক নির্দিষ্ট পদ বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে সাধারণ অর্থের বাইরে বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে—এই পদগুলোকে বাগধারা বা বাগভঙ্গি বলা হয়। এ ধরনের পদের ব্যবহারে বক্তব্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয় এবং অর্থ প্রকাশে ব্যঞ্জনা আসে। মনের ভাব সুন্দর করে প্রকাশ করার জন্য বাগধারা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বক্তব্যকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করার প্রবণতা থেকেই বাগধারার সৃষ্টি হয়েছে। বাগধারা প্রয়োগে বক্তব্য প্রকাশিত হলে অর্থ প্রকাশে বেশি সার্থকতা দেখা দেয়। বাগধারা হিসেবে ব্যবহৃত শব্দাবলী সাধারণ অর্থ অতিক্রম করে বক্তব্যকে অধিকতর তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলে। বাগধারা ভাষার সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, অর্থে স্পষ্টতা এবং ভাবে ব্যঞ্জনা আনে, বক্তব্য আকর্ষণীয় করে কথায় শ্রুতিমাধুর্য দান করে। তাই সব ভাষাতেই বাগধারার বিশেষ গুরুত্ব আছে।

বাগধারার কিছু নমুনা

অ

১। **অক্ষরে অক্ষরে** (সম্পূর্ণ ভাবে) ঃ জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে।

২। **অ আ ক খ** (প্রাথমিক জ্ঞান) ঃ সবাইকে বিজ্ঞানের অ আ ক খ জানতে হবে।

৩। **অকাল কুষ্মাণ্ড** (অপদার্থ) ঃ অকাল কুষ্মাণ্ড ছেলেরা সুযোগের সুফল গ্রহণ করতে পারে না।

৪। **অন্ধের যষ্টি/নড়ি** (অপরিহার্য অবলম্বন) ঃ শেষ বয়সে নাতিটি বুড়ীর অন্ধের যষ্টি হয়ে রইল।

৫। **অগ্নি পরীক্ষা** (কঠোর পরীক্ষা) ঃ সত্যের পক্ষে অগ্নি পরীক্ষায় দীপা উত্তীর্ণ হয়েছে।

৬। **অগাধ জলের মাছ** (খুব চালাক) ঃ খোকা অগাধ জলের মাছ, তাকে ধরাই কঠিন।

৭। **অগস্ত্য যাত্রা** (শেষ বিদায়) ঃ ফেল করে বেবি মাথা নত করে যে গেল সেই তার অগস্ত্য যাত্রা, সে আর ফেরেনি।

৮। **অকালের বাদলা** (অপ্রত্যাশিত বাধা) ঃ বুড়ো অকালের বাদলা হয়ে স্ফূর্তি নষ্ট করতে এল।

৯। **অকাল বোধন** (অসময়ে আবির্ভাব) ঃ শীতের পেয়ারা তো অকাল বোধন।

১০। **অক্কা পাওয়া** (মরা) ঃ গণপিটুনিতে চোরটি অক্কা পেল।

১১। **অক্ষয় বট** (প্রাচীন ব্যক্তি) ঃ বুড়ো বেঁচে আছে অক্ষয় বট হয়ে।

১২। **আগড়ম বাগড়ম** (অর্থহীন কথা) ঃ কোন কিছু বলতে বললে রানা আগড়ম বাগড়ম বলে সময় কাটায়।

১৩। **অগ্নিশর্মা** (ক্ষিপ্ত) ঃ ছেলের ফেলের কথা শুনে বাবা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন।

১৪। **অঙ্গ জল হওয়া** (শীতল) ঃ চোখা চোখা কথা শুনে অঙ্গ জল হল।

১৫। **অতি চালাকের গলায় দড়ি** (বেশি চাতুর্যের পরিণাম) ঃ ধূর্তলোকেরা বুঝে না যে অতি চালাকের গলায় দড়ি পড়ে।

১৬। **অতি দর্পে হত লঙ্কা** (অহংকারের পতন) ঃ শক্তির বড়াই করা ভাল নয়, অতি দর্পে হত লঙ্কা।

১৭। **অতি লোভে তাঁতি নষ্ট** (লোভে ক্ষতি) ঃ জীবনে সংযত হতে হয় কারণ অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

১৮। **অদৃষ্টের পরিহাস** (বিধি বিড়ম্বনা) ঃ মেধাবী হলেও অদৃষ্টের পরিহাসে রুনা উচ্চ শিক্ষিত হতে পারেনি।

১৯। **অনধিকার চর্চা** (অনুচিত বা অনায়ত্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ) ঃ অনধিকার চর্চা করে সবুজ বিপদে পড়েছে।

২০। **অন্তর টিপুনি** (অন্যের অজ্ঞাতে কারও অন্তরে গোপন আঘাত) ঃ সুমির কথার অন্তর টিপুনি অসহ্য।

২১। **অন্ন ধ্বংস করা** (অপচয়) ঃ চাকরি না পেয়ে বাবার হোটেলে কত কাল অন্ন ধ্বংস করা যায়।

২২। **অন্ন মারা** (জীবিকা বন্ধ করা) ঃ বড় সাহেব কারও অন্ন মারেন নি।

২৩। **অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা** (পরিস্থিতি বিবেচ্য) ঃ আগে ভাবার কিছুই নেই, নির্বাচনে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে।

২৪। **অমাবস্যার চাঁদ** (দুর্লভ) ঃ ভাল ফল করে জহির এখন অমবস্যার চাঁদ হয়ে পড়েছে, দেখাই যায় না।

২৫। **অরণ্যে রোদন** (বৃথা আবেদন) ঃ আবেদন যখন অরণ্যে রোদন হয় তখন আন্দোলন দানা বাঁধে।

২৬। **অর্ধচন্দ্র দেওয়া** (গলা ধাক্কা দেওয়া) ঃ মাস্তানকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করা হল।

২৭। **অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী** (সামান্য বিদ্যালাভ করে প্রয়োগকালে অনর্থ বাধায়) ঃ পেটে ছিল সামান্য বিদ্যা, কিন্তু ভাষণে উল্টা পাল্টা বলে লাগালো মহাগণ্ডগোল, অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী বলেই এই অবস্থা।

২৮। **অষ্টরম্ভা (ফাঁকি)** ঃ পরীক্ষা দিবে, পড়াশুনা কিছু করেছ—না অষ্টরম্ভা।

২৯। **অথৈ জলে পড়া** (খুব বিপদে) ঃ এক মাত্র কন্যার লেখাপড়া না হওয়ায় বিধবা মা অথৈ জলে পড়লেন।

৩০। **অন্ধকারে ঢিল মারা** (আন্দাজে কাজ করা) ঃ লেখাপড়া না করে অন্ধকারে ঢিল মেরে কি পাশ করা যায়?

৩১। **অনুরোধে ঢেঁকি গেলা** (অনুরোধে অসম্ভব কাজ করা) ঃ আমি কারও অনুরোধে ঢেঁকি গিলি না, বুদ্ধি খাটাই।

৩২। **অকুল পাথার** (খুব বিপদ) ঃ ভর্তি পরীক্ষায় টিকতে না পেরে রীনা অকুল পাথারে পড়ল।

৩৩। **অমৃতে অরুচি** (দামী জিনিসের প্রতি বিতৃষ্ণা) ঃ আজকের দিনে ভাল চাকরি পেয়েও মন উঠছে না—তোমার কি অমৃতে অরুচি ধরেছে।

৩৪। **অহিনকুল সম্পর্ক** (শত্রুতা) ঃ দুই বন্ধুতে এখন অহিনকুল সম্পর্ক।

আ

৩৫। **আঁকু পাঁকু করা** (ছটফটানি) ঃ বউয়েরা থাকতে শাশুড়ির এত আঁকু পাঁকু করা কেন।

৩৬। **আঁচল ধরে বেড়ানো** (ব্যক্তিত্বহীন) ঃ হাসান বউয়ের আঁচল ধরে বেড়ায়, সে সংসারের কি পরামর্শ দেবে।

৩৭। **আঁতে ঘা দেওয়া** (মর্মব্যথা) ঃ স্বপনের কথা রতনের আঁতে ঘা দিল।

৩৮। **অকাট মূর্খ** (জড়বুদ্ধি সম্পন্ন) ঃ আকাট মূর্খের হাতে পড়ে মেয়েটার দুর্গতির শেষ নেই।

৩৯। **আকাশ কুসুম** (কাল্পনিক বস্তু) ঃ কত না আকাশ কুসুম ভেবেছি চাকুরিতে এসে হোঁচট খেতে হল।

৪০। **আকাশ থেকে পড়া** (অপ্রত্যাশিত) ঃ পরীক্ষায় ফেলের খবর শুনে পলাশ আকাশ থেকে পড়ল।

৪১। **আকাশ-পাতাল** (বিশাল ব্যবধান) ঃ মাঠের ভাষণ আর বাস্তবের কাজে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

৪২। **আকাশ ভেঙে পড়া** (বড় বিপদ) ঃ পিতার মৃত্যুর খবর শুনে শিমূলের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

৪৩। **আকাশের চাঁদ** (বহু বাঞ্ছিত বস্তু) ঃ হারানো মেয়েকে ফিরে বুড়ো যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল।

৪৪। **আকাশে তোলা** (অযথা গৌরব দান) ঃ কি আছে পলাশের মধ্যে যে তুমি তাকে প্রশংসা করে আকাশে তুলেছ।

৪৫। **আক্কেল গুড়ুম** (হতবুদ্ধি হওয়া) ঃ মেধাবী পুত্রের ফেলের কথা শুনে পিতার আক্কেল গুড়ুম।
৪৬। **আক্কেল সেলামি** (ভুলের মাশুল) ঃ বিনা টিকিটে ভ্রমণ করতে গিয়ে ধরা পড়ে কিছু আক্কেল সেলামি দিতে হল।
৪৭। **আগুন নিয়ে খেলা** (ভয়ঙ্কর বিপদ) ঃ শ্রমিকদের উস্কানি দিয়ে তুমি আগুন নিয়ে খেলছ।
৪৮। **আগুনে ঘি ঢালা** (রাগ বাড়ানো) ঃ আন্দোলনের সময় দুর্নীতির বিবরণ ছেপে অনেক পত্রিকা আগুনে ঘি ঢালছে।
৪৯। **আঙুল ফুলে কলাগাছ** (অপ্রত্যাশিত ধনলাভ) ঃ মওজুতদারী করে চৌধুরী আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।
৫০। **আট কপালে** (হতভাগ্য) ঃ এমন আট কপালের ভাগ্যে দুঃখ তো থাকবেই।
৫১। **আট ঘাট বাঁধা** (সব দিক থেকে আত্মরক্ষা) ঃ কামাল আটঘাট বেঁধেই এ কাজে নেমেছে।
৫২। **আঠার আনা** (বেশি সম্ভাবনা) ঃ উচ্চ আদালতে আবেদন মঞ্জুর হয়েছে, খালাস পাওয়ার সম্ভাবনা আঠার আনা।
৫৩। **আঠার মাসে বছর** (দীর্ঘসূত্রিতা)ঃ জামালের আঠার মাসে বছর, তাই এখনও চিঠি লেখা হয়নি।
৫৪। **আড়ি পাতা** (গোপনে শোনা) ঃ জাফর আড়ি পেতে সব কথা শুনে ফেলেছে।
৫৫। **আদা জল খেয়ে লাগা** (উদ্যমে কাজে লাগা) ঃ পরীক্ষায় পাশ করার জন্য রানী আদা জল খেয়ে পড়ায় লেগেছে।
৫৬। **আদায় কাঁচকলায়** (তিক্ত সম্পর্ক) ঃ তারা একমত হবে কিভাবে, তাদের মধ্যে আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক।
৫৭। **আমড়া কাঠের ঢেঁকি** (অকর্মণ্য) ঃ এমন আমড়া কাঠের ঢেঁকি দিয়ে এ কাজ হবে না।
৫৮। **আমড়া করা** (ক্ষতি করতে না পারা) ঃ মুকুলের ক্ষমতাই বা কি, সে কার কি আমড়া করবে ?
৫৯। **আমড়াগাছি করা** (অযথা স্তুতি করা) ঃ আমড়াগাছি না করে সোজা বললেই হত যে লেখাটি ছাপাতে হবে।
৬০। **আমতা আমতা করা** (পরিষ্কার উত্তর দিতে না পারা) ঃ আমতা আমতা করছ কেন সোজাসুজি বলে ফেল।
৬১। **আলালের ঘরের দুলাল** (আদুরে) ঃ ছেলে তো আলালের ঘরে দুলাল, তার কাছে কিছু আশা করা যায় না।
৬২। **আষাঢ়ে গল্প** (অবিশ্বাস্য) ঃ শিউলি এক আষাঢ়ে গল্প ফাঁদল।
৬৩। **আপন কোলে ঝোল টানা** (স্বার্থ) ঃ আজকাল অনেক নেতাই আপন কোলে ঝোল টানে।
৬৪। **আহ্লাদে আটখানা** (খুব খুশি) ঃ পুরস্কার পেয়ে ঝর্ণা আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল।
৬৫। **আগুন লাগা সংসার** (ক্ষয়িষ্ণু সংসার) ঃ আগুন লাগা সংসারে আর কি সুখ আশা করা যায়।
৬৬। **আসরে নামা** (আবির্ভূত হওয়া) ঃ অনেক ভেবেই রাজু আসরে নেমেছে।

ই

৬৭। **ইচঁড়ে পাকা** (অকালপক্ক) ঃ সঙ্গদোষে অনেক ছেলেই আজকাল ইঁচড়ে পাকা হয়ে যায়।
৬৮। **ইলশে গুড়ি** (গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি) ঃ কী যে ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে !
৬৯। **ইলাহী কাণ্ড** (বিরাট আয়োজন) ঃ বড় লোকের মেয়ের বিয়ের আয়োজন এক ইলাহী কাণ্ড।
৭০। **ইতর বিশেষ** (ভেদাভেদ) ঃ আজকাল ছেলে-মেয়েতে ইতর বিশেষ নেই, উভয়েই সমান।
৭১। **ইঁদুর কপালে** (মন্দভাগ্য) ঃ এম. এ. পাশ করেও চাকরি পেল না, এমন ইঁদুর কপালে আর দেখিনি।

ঈ

৭২। **ঈদের চাঁদ** (আকাঙ্ক্ষিত বস্তু) ঃ ছেলে ফিরে আসায় মা যেন ঈদের চাঁদ হাতে পেল।

উ

৭৩। **উজানের কৈ** (সহজ লভ্য) ঃ পরীক্ষার ফল কি উজানের কৈ যে চাইলেই পাওয়া যায়।

৭৪। **উঠতি বয়স** (যৌবনের প্রথমাবস্থা) ঃ উঠতি বয়সে ছেলেমেয়েকে চোখে চোখে রাখা উচিত।

৭৫। **উঠতে বসতে** (যখন-তখন) ঃ উঠতে বসতে গঞ্জনা শুনে আবদুল অতীষ্ঠ হয়ে উঠল।

৭৬। **উঠ বস করানো** (অপরের দ্বারা চালিত হওয়া) ঃ গিন্নী কি কর্তার শাসন মানেন, তিনিই কর্তাকে উঠবস করান।

৭৭। **উঠে পড়ে লাগা** (দৃঢ় সংকল্প) ঃ নির্বাচনী পরীক্ষার পর কামাল শেষ পরীক্ষা প্রস্তুতির জন্য উঠে পড়ে লাগল।

৭৮। **উড়ন চণ্ডী** (উচ্ছৃঙ্খল) ঃ এমন উড়নচণ্ডীর কাছে উন্নতি আশা করা যায় না।

৭৯। **উড়ু উড়ু করা** (অস্থির) ঃ উড়ু উড়ু করে মন, পড়ায় বসবে কখন।

৮০। **উড়ো কথা** (গুজব) ঃ উড়ো কথায় মন দিতে নেই।

৮১। **উড়ো চিঠি** (বেনামী চিঠি) ঃ উড়ো চিঠির দাম নেই।

৮২। **উত্তম মধ্যম দেওয়া** (প্রহার) ঃ চোরকে ধরে জনতা উত্তম মধ্যম দিয়ে ছেড়ে দিল।

৮৩। **উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে** (একের দোষ অপরের ওপর) ঃ দুষ্টামি করল মণি, শাস্তি পেল মানিক, একেই বলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।

৮৪। **উভয় সঙ্কট** (দুদিকে বিপদ) ঃ বাংলায় না ইংরেজিতে পড়ব সে নিয়েই উভয় সঙ্কটে পড়েছি।

৮৫। **উলুবনে মুক্তা ছড়ান** (বৃথা) ঃ আজকাল উপদেশ দেওয়া আর উলুবনে মুক্তা ছড়ান একই কথা।

৮৬। **উড়ে এসে জুড়ে বসা** (অবাঞ্ছিত অধিকার) ঃ তাড়াতাড়ি আসন নাও, কোথা থেকে কে উড়ে এসে জুড়ে বসবে ঠিক নেই।

ঊ

৮৭। **ঊনপাঁজরে** (অপদার্থ) ঃ এ ঊনপাঁজরে লোক বলেই হৈ চৈ করে চলে গেল।

৮৮। **ঊনপঞ্চাশ বায়ু** (পাগলামী) ঃ পরীক্ষা আসায় তার মাথায় ঊনপঞ্চাশ বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে।

৮৯। **ঊনিশ-বিশ** (সামান্য পার্থক্য) ঃ মাল ঠিকই আছে ঊনিশ-বিশ হয়নি।

এ

৯০। **এক কথার মানুষ** (দৃঢ় সংকল্প ব্যক্তি) ঃ ইমাম এক কথার মানুষ, কোন লোভই তাঁকে নাড়াতে পারবে না।

৯১। **এককে একুশ করা** (অযথা বাড়ানো) ঃ সার কথা বল, এককে একুশ করছ কেন ?

৯২। **এক গোয়ালের গরু** (এক শ্রেণীভুক্ত) ঃ তারা এক গোয়ালের গরু, এক আড্ডাতেই পাবে।

৯৩। **এক চোখা** (পক্ষপাত দুষ্ট) ঃ প্রশাসনে এক চোখা নীতি বর্জনীয়।

৯৪। **এক ছাঁচে ঢালা** (সাদৃশ্য) ঃ তারা এক ছাঁচে ঢালা বলে পরীক্ষার ফল হয়েছে একরকম।

৯৫। **এক ডাকের পথ** (নিকটবর্তী) ঃ কলেজ তো এক ডাকের পথ অথচ নিয়মিত উপস্থিতি কম।

৯৬। **এক ঢিলে দুই পাখি মারা** (দুদিক থেকে লাভবান) ঃ পাঠ্য উপন্যাসটি পড়াও হল, আবার পরীক্ষায়ও কাজে লাগল, এযে এক ঢিলে দুই পাখি মারা।

৯৭। **এক বনে দুই বাঘ** (প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী) ঃ একই ক্লাসে দুই দলের দুই ছাত্রনেতা—বিরোধ লেগেই আছে—এক বনে যে দুই বাঘ।

৯৮। **এক হাত লওয়া** (জব্দ করা) ঃ পরীক্ষায় ফেল করাতে পিতা পুত্রের ওপর এক হাত নিলেন।

৯৯। **একাই এক শ** (অসাধারণ কুশলী) ঃ এ কাজের জন্য বেশি লোক ডাকার দরকার নেই, আমিন একাই এক শ।

১০০। **একাদশ বৃহস্পতি** (সৌভাগ্যের লক্ষণ) ঃ এখন চৌধুরীর একাদশ বৃহস্পতি, ব্যবসায় বেশ দাঁও মারছেন।

১০১। **এখন তখন অবস্থা** (শেষ অবস্থা) ঃ রোগীর এখন তখন অবস্থা, কখন কি হয় বলা যায় না।

১০২। **এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো** (এক দলভুক্ত) একটাকে ধরলে অন্যদের পাওয়া যাবে, সবাই এক ক্ষুরে মাথা মুড়ায় কি না।

১০৩। **এস্পার ওস্পার** (চূড়ান্ত করা) ঃ এবার এস্পার ওস্পার একটা করতেই হবে।

১০৪। **একা ঘরের গিন্নি** (সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব) ঃ রানী তো একা ঘরের গিন্নি, সেখানে কারও কিছু বলার নেই।

১০৫। **এক মাঘে শীত যায় না** (বিপদ বার বার আসে) ঃ বার্ষিক পরীক্ষায় পাশ করে ভেবেছ কেল্লা ফতে, সামনে নির্বাচনী পরীক্ষা, জানতো এক মাঘে শীত যায় না।

ও

১০৬। **ওজন বুঝে চলা** (অবস্থা বুঝে চলা) ঃ যারা জীবনে ওজন বুঝে চলে তারাই সফল হয়।

১০৭। **ওষুধে ধরা** (প্রার্থিত ফল পাওয়া) ঃ ওষুধে ধরেছে বলে পড়ায় কবিরের মনোযোগ দেখা যাচ্ছে।

১০৮। **ওঁত পাতা** (সুযোগের অপেক্ষায়) ঃ বড় পদের দিকে অনেকেই ওঁত পেতে থাকে।

১০৯। **ওষুধ করা** (গুণ করা) ঃ কেউ হয়ত ওষুধ করেছে, তাই হাসিনা চুপ চাপ।

১১০। **ওষুধ পড়া** (সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া) ঃ এবার ওষুধ পড়েছে—শাহানার লেখাপড়া হবে।

ক

১১১। **কচুকাটা করা** (নির্মমভাবে ধ্বংস করা) ঃ দুই পক্ষই প্রবল, সুযোগ পেলে একে অপরকে কচুকাটা না করে ছাড়বে না।

১১২। **কচু পোড়া** (অখাদ্য) ঃ লেখাপড়া না করে কি কচু পোড়া খেয়ে জীবন কাটাবে।

১১৩। **কচ্ছপের কামড়** (যা সহজে ছাড়ে না) ঃ সাহিত্যের কামড় কচ্ছপের কামড়, যাকে একবার ধরে তাকে সহজে ছাড়তে চায় না।

১১৪। **কড়ায় গণ্ডায়** (সবটুকু) ঃ হিসাব কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিলাম।

১১৫। **কড়ার ভিখারি** (দীন) ঃ এমন কড়ার ভিখারির কাছে কে দয়া প্রত্যাশা করে।

১১৬। **কড়ি কপালে** (ভাগ্যবান) ঃ রাতারাতি বড়লোক, এমন কড়ি কপালে লোক দেখিনি।

১১৭। **কড়িকাঠ গণা** (কাজ না করে কালহরণ) ঃ ফেল করেছ এবার শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুণতে থাক।

১১৮। **কত ধানে কত চাল** (প্রকৃত অবস্থা) ঃ বাবার সম্পদ পেয়ে জীবিকার চিন্তা নেই, তাই কেমনে বুঝবে কত ধানে কত চাল।

১১৯। **কথা বেচে খাওয়া** (কথায় ভোলানো) ঃ শিক্ষকেরা কথা বেচে খান বলে তাঁদের চোয়ালে জোর থাকতে হয়।

১২০। **কথায় কথায়** (প্রসঙ্গক্রমে) ঃ কথায় কথায় রানার প্রথম হওয়ার গোপন কথা জানতে চেয়েছিলাম।

১২১। **কথার কথা** (তুচ্ছ) ঃ তদবিরে সব হয়—এটা কথার কথা।

১২২। **কথার মানুষ** (অঙ্গীকার ঠিক রাখে এমন) ঃ তিনি কথার মানুষ, তাঁর কাছ থেকে ন্যায় বিচার পাবে।

১২৩। **কপাল ঠুকে লাগা** (প্রত্যয় নিয়ে) ঃ কপাল ঠুকে লেগেছি, দেখি কি ফল পাই।

১২৪। **কপালের লিখন** (অলঙ্ঘনীয়) ঃ লেখাপড়া করতে গিয়ে কষ্ট করেছি, তা ছিল কপালের লিখন।

১২৫। **কম্বলের লোম বাছা** (অকেজো করা) ঃ আজকাল আদর্শহীনতা বাছাই করো না—কম্বলের লোম বাছলে কম্বলই শেষ।

১২৬। **করে খাওয়া** (জীবিকার উপায় পাওয়া) ঃ লেখাপড়া শিখলে যা হোক কিছু একটা করে খাওয়া যাবে।

১২৭। **কর্তার ইচ্ছায় কর্ম** (প্রভুর নির্দেশে কাজ) ঃ আমি সামান্য সহকারী, বড় সাহেব যা বলেন তাই হয়, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

১২৮। **কলম পেষা** (লেখালেখি, কেরানিগিরি) ঃ অফিসে কলম পেষার কাজ করি দুনিয়াটা দেখব কেমন করে।

১২৯। **কলমের খোঁচা** (অনিষ্ট করার উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ) ঃ বেয়াদবির জন্য কলমের এক খোঁচাতেই চাকরি শেষ হয়ে গেল।

১৩০। **কলা খাওয়া** (ব্যর্থকাম হয়ে পড়ে থাকা) ঃ আগে লেখাপড়া করনি, এখন কলা খাও।

১৩১। **কলা দেখানো** (অবজ্ঞা বা অমান্য করা) ঃ ফাঁকিবাজটা কলা দেখিয়ে চলে গেল ধরতে পারলে না।

১৩২। **কলুর বলদ** (যে ব্যক্তি পরের জন্য বেগার খাটে) ঃ সংসারের বোঝা টানতে গিয়ে কলুর বলদের মত খাটলাম।

১৩৩। **কাঁচা পয়সা** (অনায়াসে লব্ধ অর্থ) ঃ সালমান চোরাবাজারে ব্যবসা করে কাঁচা পয়সা হাতে পেয়েছে।

১৩৪। **কাঁচা বাঁশে ঘুন** (অল্প বয়সে নষ্ট) ঃ স্কুল জীবনেই আড্ডা দিলে লেখাপড়া শেষ—কাঁচা বাঁশে ঘুন ধরলে সর্বনাশ।

১৩৫। **কাঁটায় কাঁটায়** (ঠিক সময়ে) ঃ আজকালকার সভা কাঁটায় কাঁটায় শুরু হয় না।

১৩৬। **কাঁঠালের আমসত্ত্ব** (অসম্ভব বস্তু) ঃ ক্লাসে না এসে প্রথম বিভাগে পাশ এ যে কাঁঠালের আমসত্ত্ব।

১৩৭। **কাক জ্যোৎস্না** (ক্ষীণ চন্দ্রালোক) ঃ শিশুটি কাক জ্যোৎস্নায় ঘুম থেকে উঠে পড়ে।

১৩৮। **কাকতালীয়** (আকস্মিক যোগাযোগজাত ঘটনা) ঃ নতুন অধ্যক্ষ এলেন আর পরীক্ষার ফল ভাল হল—এযে কাকতালীয় ব্যাপার।

১৩৯। **কাকের ছা বগের ছা** (খারাপ ছাঁদের লেখা) ঃ বিশ্রী হাতের লেখা যেন কাকের ছা বগের ছা।

১৪০। **কাগজে কলমে** (লিখিতভাবে) ঃ অভিযোগ কাগজে কলমে আনাই উত্তম।

১৪১। **কাজ গুছানো** (সমাপ্তি) ঃ বেলা পড়ে এসেছে কাজ গুছিয়ে নাও।

১৪২। **কাজের কথা** (প্রয়োজনীয়) ঃ কাজের কথা বললে বসতে পারি।

১৪৩। **কাজের কাজি** (কর্মদক্ষ) ঃ ব্যবসা বুঝি না, ও কাজের কাজি নই।

১৪৪। **কাঞ্চন মূল্য** (অতি-উচ্চ মূল্য) ঃ কাঞ্চন মূল্যের আশায় এত উদ্যোগ।

১৪৫। **কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা** (যন্ত্রণার তীব্রতা বৃদ্ধি) ঃ তুমি আবার এসেছ কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিতে।

১৪৬। **কাঠ খড়** (আয়োজন) ঃ মামলা করতে গেলে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়।

১৪৭। **কাঠ খোট্টা** (নীরস ও অনমনীয়) ঃ আকরামের মনটা যেমন নির্মম চেহারাটাও তেমনি কাঠখোট্টা।

১৪৮। **কানকাটা** (নির্লজ্জ) ঃ এমন কানকাটা লোকের আবার লোকভয় কিসের।

১৪৯। **কান খাড়া করা** (শোনার আগ্রহ) ঃ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরামর্শ শোনার জন্য কান খাড়া করে রইল।

১৫০। **কান পাতলা** (সহজে বিশ্বাস প্রবণ) ঃ এমন কান পাতলা লোকের কাছে নিরপেক্ষতা আশা করা যায় না।

১৫১। **কান ভাঙানো** (কুপরামর্শ দান) ঃ আমি সত্য পথে আছি, বড় সাহেবের কান ভাঙিয়ে কিছু করতে পারবে না।

১৫২। **কান ভারী করা** (কুপরামর্শ দান) ঃ জামাল আগেই বড় সাহেবের কান ভারী করে রেখেছে।

১৫৩। **কানা কড়ি** (মূল্যহীন) ঃ এমন জিনিসের দাম এক কানা কড়িও নয়।

১৫৪। **কানামাছি খেলা** (শিশুদের খেলা) ঃ কানামাছি খেলে জীবন কাটে না, জীবনের জীবিকা চাই।

১৫৫। **কানে আঙুল দেওয়া** (না শোনার চেষ্টা) ঃ তাদের ঝগড়ার গালি শুনে সবাই কানে আঙুল দিল।

১৫৬। **কানে তালা লাগা** (বধিরতা ভাব) ঃ পটকার প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লাগল।

১৫৭। **কানে মন্ত্র দেওয়া** (কুপরামর্শ দান) ঃ শাশুড়ির কানে মন্ত্র দিয়েছে কে যে বউকে দেখতে পারে না।

১৫৮। **কাপুড়ে বাবু** (বাহ্যিক সাজ) ঃ আজকাল প্রায় সবাই কাপুড়ে বাবু—ভদ্রলোক কই।

১৫৯। **কুল কাঠের আগুন** (অসহ্য মানসিক কষ্ট) ঃ পরীক্ষা খারাপ করায় তার মনে এখন কুল কাঠের আগুন জ্বলছে।

১৬০। **কেউ কেটা** (গণ্যমান্য) ঃ সাহিত্যের জগতে শওকত একজন কেউ কেটা।

১৬১। **কেঁচে গণ্ডুষ করা** (পুনরায় শুরু) ঃ পুনরায় বই নিয়ে কলেজে গিয়ে কেঁচে গণ্ডুষ করল জাফর।

১৬২। **কেঁচো খুড়তে সাপ** (বিপদজনক পরিণতি) ঃ কেঁচো খুড়তে গিয়ে সাপ বেরুতে পারে, ঘাঁটাঘাঁটি না করাই উত্তম।

১৬৩। **কোমর বাঁধা** (দৃঢ় সংকল্প) ঃ এবার জলি কোমর বেঁধে লেগেছে পাশ করবেই।

১৬৪। **কই মাছের প্রাণ** (যে সহজে কাবু হয় না) ঃ ছিঁচকে চোরের তো কই মাছের প্রাণ দুই এক ঘায় কিছু হবে না।

১৬৫। **কাকস্নান** (সংক্ষিপ্ত গোছল) ঃ কাকস্নান ও বকধ্যান ভাল ছাত্রের বৈশিষ্ট্য।

১৬৬। **কাকের মুখে খবর পাওয়া** (জনরব) ঃ আমন্ত্রণ পত্র পাইনি, কাকের মুখে খবর পেয়ে এসেছি।

১৬৭। **কুঁড়ের বাদশা** (খুব অলস) ঃ এমন কুঁড়ের বাদশার কাছে ভাল ফল আশা করা বৃথা।

১৬৮। **কলির সন্ধ্যা** (দুঃখের শুরু) ঃ কলির সন্ধ্যা বলেই এখন মাস্তান বাড়ছে।

১৬৯। **কাক ভূষণ্ডী** (দীর্ঘজীবী) ঃ বুড়ো তো কাক ভূষণ্ডী তার কাছে সাবেক কালের গল্প শোনো।

১৭০। **কাঠের পুতুল** (জড় পদার্থ) ঃ ক্লাসে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।

১৭১। **কাকের রাখা** (কোথায় রেখেছে নিজে না জানা) ঃ বইটা খুঁজে পাচ্ছি না, একি কাকের রাখা রেখেছিলে নাকি ?

১৭২। **কেতা দুরস্ত** (পরিপাটি) ঃ খোকনের চালচলন বেশ কেতা দুরস্ত ; সে যে গরিব তা বোঝার উপায় নেই।

১৭৩। **কপাল ফেরা** (অবস্থার উন্নতি) ঃ লটারির টাকা পেয়ে তার কপাল ফিরেছে।

১৭৪। **কাছা আলগা** (অসাবধান) ঃ এমন কাছা আলগা লোকের কাছে কিছু আশা করো না।

১৭৫। **কানা মেঘ** (যাতে বৃষ্টি হয় না) ঃ সমাজের জন্য অনেক বড়লোকই কানা মেঘ।

খ

১৭৬। **খয়ের খাঁ** (চাটুকার) ঃ খয়ের খাঁ হয়ে ভাগ্য ফেরানো যায় না।

১৭৭। **খাতির জমা** (নিরুদ্বিগ্ন) ঃ লটারির টাকা পেলে খাতির জমা হয়ে বসতাম।

১৭৮। **খাল কেটে কুমির আনা** (বিপদ ডেকে আনা) ঃ চাঁদাবাজকে করেছ সভাপতি, খাল কেটে কুমির আনলে।

১৭৯। **খিচুড়ি পাকানো (জটিল করা)** ঃ সহজ কথায় জবাব দাও, খিচুড়ি পাকিয়ো না।

১৮০। **খুঁটে খাওয়া** (স্বাবলম্বী হওয়া) ঃ পাখির ছানা একটু বড় হলেই খুঁটে খায়।

১৮১। **খোদার খাসি** (হৃষ্টপুষ্ট চিন্তা ভাবনাহীন ব্যক্তি) ঃ মামার বাড়িতে খেয়ে তুহিন খোদার খাসি হয়ে উঠল।

গ

১৮২। **গড়িমসি করা** (দীর্ঘসূত্রিতা) ঃ কোনও কাজেই গড়িমসি করে সময় কাটানো অনুচিত।

১৮৩। **গড্ডলিকা প্রবাহ** (অন্ধভাবে অনুসরণ) ঃ গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিলে সমাজের উন্নতি হবে না।

১৮৪। **গদাই লস্করী চাল** (মন্থর গতি) ঃ গদাই লস্করী চাল না ছাড়লে জীবনে উন্নতি করতে পারা যায় না।

১৮৫। **গরজ বড় বালাই** (প্রয়োজনে গুরুত্ব) ঃ বই জোগাড় করার জন্য সে উঠে পড়ে লেগেছে, সামনে পরীক্ষা গরজ বড় বালাই।

১৮৬। **গরিবের ঘোড়া রোগ** (অবস্থার অতিরিক্ত অন্যায় ইচ্ছা) ঃ কোনও ক্রমে পাশ করেছ, এখন পড়তে চাও ডাক্তারী, গরিবের ঘোড়া রোগ হয়েছে বটে।

১৮৭। **গরু খোঁজা করা** (তন্ন তন্ন করে খোঁজা) ঃ বাজারে গিয়ে গরু খোঁজা করে ঔষুধটা পেয়েছি।

১৮৮। **গরু মেরে জুতা দান** (বড় ক্ষতি করে সামান্য পূরণ) ঃ মোড়ল বিধবার লাখ টাকার সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়ে শেষকালে তাকে দু মুঠো খেতে দিচ্ছে—এ যে গরু মেরে জুতা দান।

১৮৯। **গলায় দড়ি** (আত্মহত্যা) ঃ রোগ যন্ত্রণার অতীষ্ঠ হয়ে লোকটা গলায় দড়ি দিয়েছে।

১৯০। **গাছ থেকে পড়া** (বিনা আয়াসে পাওয়া) ঃ নিঃসন্তান বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির একটা বড় অংশ গাছ থেকে পড়া ফলটির মত আবু মিয়ার হাতে এল।

১৯১। **গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল** (প্রাপ্তির আগেই কাজের আয়োজন) ঃ ভর্তির জন্য তদবির অথচ ফল বের হয়নি—গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

১৯২। **গা ঢাকা** (আত্মগোপন) ঃ পুলিশের ভয়ে চোরাচালানী গা ঢাকা দিল।

১৯৩। **গা ঢালা** (হতাশ) ঃ চাকরি না পেয়ে সে গা ঢেলে দিয়েছে।

১৯৪। **গা তোলা** (ওঠা) ঃ আড্ডা অনেক হয়েছে এবার গা তোল।

১৯৫। **গায়ে আঁচ না লাগা** (কোন ক্ষতি না হওয়া) ঃ অনুষ্ঠানে ছেলেরাই সব করল, বাবার গায়ে এতটুকু আঁচ লাগেনি।

১৯৬। **গায়ে কাঁটা দেওয়া** (রোমাঞ্চ হওয়া) ঃ ভূতের গল্প শুনে অনেকের গায়ে কাঁটা দেয়।

১৯৭। **গায়ে জ্বর আসা** (বিপদ দেখা) ঃ পরীক্ষার কথা শুনলে অনেকের গায়ে জ্বর আসে।

১৯৮। **গায়ে পড়া** (অযাচিত) ঃ গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এসো না।

১৯৯। **গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো** (আরামে সময় কাটানো) ঃ বাবা যত দিন বেঁচে ছিলেন গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়েছ।

২০০। **গুরু মারা বিদ্যা** (যার কাছে শিক্ষা তাকে পরাজিত করার কৌশল) ঃ সদস্য হয়ে সভাপতির ভাষণে মন্তব্য—এ গুরু মারা বিদ্যা শিখলে কোথায় ?

২০১। **গোবরে পদ্ম ফুল** (নিচ বংশে মহৎ ব্যক্তি) ঃ মূর্খ পিতার এমন মেধাবী পুত্র, এ যে গোবরে পদ্ম ফুল।

২০২। **গোকুলের ষাঁড়** (স্বেচ্ছাচারী লোক) ঃ কাজকর্মে মন না দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ, গোকুলের ষাঁড় হয়েছ নাকি ?

২০৩। **গোয়ার গোবিন্দ** (কাণ্ডজ্ঞানহীন) ঃ গোয়ার গোবিন্দ লোকেরা অনর্থ বাঁধায়।

২০৪। **গুড়ে বালি** (আশায় নিরাশ করা) ঃ লেখাপড়া ছাড়াই পাশ করবে সে গুড়ে বালি।

২০৫। **গোঁফ খেজুরে** (অত্যন্ত অলস) ঃ এমন গোঁফ খেজুরে লোক দিয়ে সমাজসেবা হয় না।

২০৬। **গৌরচন্দ্রিকা** (ভূমিকা) ঃ গৌরচন্দ্রিকার দরকার নেই আসল কথা বল।

২০৭। **গোড়ায় গলদ** (প্রথমেই ত্রুটি) ঃ বই না কিনেই ক্লাসে এসেছ এ দেখছি গোড়ায় গলদ।

২০৮। **গো বেচারা** (নিরীহ) ঃ ক্লাসে প্রশ্ন করতে হয়, গো বেচারা সেজে বসে থাকলে লাভ নেই।

২০৯। **গোল্লায় যাওয়া** (নষ্ট হওয়া) ঃ দলে পড়ে ছেলেটি গোল্লায় গেছে।

২১০। **গোলক ধাঁধা** (দিশেহারা) ঃ কোনটা রেখে কোনটা পড়ব গোলক ধাঁধায় পড়েছি।

২১১। **গৌরীসেনের টাকা** (বেহিসাবী অর্থ) ঃ অনুষ্ঠানে ব্যয় বাহুল্য দেখে মনে হয় গৌরীসেনের টাকায় হচ্ছে।

ঘ

২১২। **ঘোড়ার ঘাস কাটা** (অকাজে সময় নষ্ট) ঃ পড়া হয়নি কেন, এতক্ষণ কি ঘোড়ার ঘাস কেটেছ ?

২১৩। **ঘোড়ার ডিম** (অবাস্তব) ঃ পরিকল্পনা না ঘোড়ার ডিম, উন্নতি ত কিছুই হয়নি।

২১৪। **ঘুঘু চড়ানো** (সর্বনাশ করা) ঃ জমিদার রাগলে ভিটেয় ঘুঘু চড়াতেন।

২১৫। **ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো** (নিজ খরচে পরের বেগার খাটা) ঃ আজকাল পরের উপকারে মন নেই—ঘরের খেয়ে বনের মোষ কে তাড়ায়।

২১৬। **ঘর ভাঙা** (ঐক্য নষ্ট করা) ঃ দলের মধ্যে ঘর ভাঙানো লোকের অভাব নেই।

২১৭। **ঘাটের মড়া** (অতি বৃদ্ধ, যে মরতে বসেছে) ঃ বড়লোক বলেই কি ঘাটের মড়ার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে।

২১৮। **ঘটিরাম** (আনাড়ি হাকিম, অযোগ্য মূর্খ কর্মচারী) ঃ এমন ঘটিরাম দিয়ে কিছু হবে না।

২১৯। **ঘোল খাওয়ানো** (জব্দ করা) ঃ এসেছিল মোড়লী করতে, ঘোল খাইয়ে ছেড়েছি।

২২০। **ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া** (পদ্ধতির ব্যতিক্রম করা) ঃ আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পাঠাবে—ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেয়ো না।

২২১। **ঘা খাওয়া** (আঘাত পাওয়া) ঃ প্রস্তাব নাকচ হওয়ায় সে ঘা খেয়েছে।

২২২। **ঘর থাকতে বাবুই ভিজা** (সুযোগ থাকতে কষ্ট) ঃ টাকা আছে অথচ বই কেন না, ঘর থাকতে বাবুই ভিজা কেন ?

২২৩। **ঘাঁটাঘাঁটি করা** (বাহুল্য হস্তক্ষেপ) ঃ বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করো না, নিজেই জড়িয়ে পড়তে পার।

চ

২২৪। **চক্ষুদান করা** (চুরি করা) ঃ থালা বাসনগুলো কে চক্ষুদান করল ?

২২৫। **চক্ষুলজ্জা** (সংকোচ) ঃ চক্ষু লজ্জা নেই বলে জাফর এমন অন্যায় করেছে।

২২৬। **চম্পট দেওয়া** (পলায়ন) ঃ পুলিশকে দেখেই চোর চম্পট দিল।

২২৭। **চরিয়ে খাওয়া** (অপরকে ইচ্ছামত চালিয়ে অর্থোপার্জন) ঃ উকিলরা মানুষ চরিয়ে খায়।

২২৮। **চর্বিত চর্বণ** (পুনরাবৃত্তি) ঃ অনেক লেখাই আজকাল চর্বিত চর্বণ।

২২৯। **চষে বেড়ানো** (বহুবার গমনাগমন) ঃ বাজার চষে বেড়িয়েও তার খোঁজ পাওয়া গেল না।

২৩০। **চাঁদের হাট** (সুখের সংসার) ঃ ছেলে মেয়েরা সব ডাক্তার হয়েছে—যেন চাঁদের হাট।

২৩১। **চাচা আপন বাঁচা** (স্বার্থপর) ঃ কথায় বলে চাচা আপন বাঁচা ; প্রতিবেশীর বাড়ি ডাকাত পড়লে কেউ আসে না।

২৩২। **চিনির বলদ** (ভারবাহী) ঃ সারা জীবন চিনির বলদের মত খাটলে, কিন্তু উন্নতি করতে পারলে না।

২৩৩। **চিচিং ফাঁক** (স্বার্থ লাভের সহজ পথ) ঃ চিচিং ফাঁক বললেই সংসারে সুখ পাওয়া যায় না।

২৩৪। **চুনোপুঁটি** (নগণ্য) ঃ সে বড়লোক আমাদের মত চুনো পুঁটিদের সাথে মিশবে কেন ?

২৩৫। **চুলোয় যাওয়া** (ধ্বংস) ঃ লেখাপড়া না করে কোন চুলোয় যাবে যাও।

২৩৬। **চোখ কপালে তোলা** (বিস্মিত হওয়া) ঃ ফেলের কথা শুনে নাজিম চোখ কপালে তুলল।

২৩৭। **চোখ কান বোঁজা** (নির্বিকারভাবে সহ্য করা) ঃ শিক্ষকের গালমন্দ ছাত্ররা চোখ কান বুঁজে সহ্য করে।

২৩৮। **চোখ টাটানো** (ঈর্ষা করা) ঃ পরের ভাল দেখলে চোখ টাটায় বুঝি ?

২৩৯। **চোখ টেপা/ঠারা** (ইঙ্গিত করা) ঃ সত্য গোপন করার জন্য চোখ টেপা অনুচিত।

২৪০। **চোখ নাচা** (শুভাশুভের লক্ষণ) ঃ রানীর চোখ নাচছিল বলে সে কোন আনন্দজনক খবরের আশায় আছে।

২৪১। **চোখ পাকানো** (রাগ প্রকাশ) ঃ রনির চোখ পাকানোয় ভয় পাই না।

২৪২। **চোখ বুঝে থাকা** (ইচ্ছা করে না দেখা) ঃ পুত্রের ব্যাপারে চোখ বুঝে থাকলে সর্বনাশ হবে।

২৪৩। **চোখ বুলানো** (দেখা) ঃ পরীক্ষার আগে রানা বইয়ের পাতায় চোখ বুলিয়ে নিল।

২৪৪। **চোখ বোজা** (মারা যাওয়া) ঃ অনেক বয়সে বুড়ো চোখ বুজল।

২৪৫। **চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো** (বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ) ঃ সব কিছু চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হয় না।

২৪৬। **চোখে ধূলা দেওয়া** (প্রতারণা করা) ঃ শিক্ষকের চোখে ধূলা দেওয়া যায় না।

২৪৭। **চোখে মুখে কথা বলা** (বাকপটুতা দেখানো) ঃ শাহীন চোখ মুখে কথা বলে।

২৪৮। **চোখের চামড়া** (লজ্জা) ঃ চোখের চামড়া নেই বলে এমন কথা রফিক বলতে পারল।

২৪৯। **চোখের বালি** (চক্ষুশূল) ঃ ননদিনী হল চোখের বালি।

২৫০। **চোখের মাথা খাওয়া** (না দেখে কাজ করা) ঃ এমন কাজ যে করলে চোখের মাথা খেয়েছিলে নাকি ?

২৫১। **চোখে সরষে ফুল দেখা** (অসহায় বোধ করা) ঃ পরীক্ষা এলে অনেকেই চোখে সরষে ফুল দেখে।

২৫২। **চোখে সাঁতার পানি** (অতিরিক্ত মায়াকান্না) ঃ বেঙের শোকে সাঁতার পানি দেখি সাপের চোখে।

২৫৩। **চোরের মায়ের কান্না** (যে শোক প্রকাশ করে বলার উপায় নেই) ঃ ছেলেকে ঠিক মত যত্ন নাওনি, তাই চোরের মায়ের কান্না কাঁদতে হচ্ছে।

২৫৪। **চুনকালি দেওয়া** (কলঙ্ক) ঃ পরীক্ষায় ফেল করে বংশের মুখে চুনকালি দিলে।

২৫৫। **চশমখোর** (চক্ষুলজ্জাহীন) ঃ অমন চশমখোর হলে কেমনে ?

২৫৬। **চোরাবালি** (প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ) ঃ লোভের চোরাবালিতে পড়ে কি পরিণতিই না হল।

২৫৭। **চোখের মণি** (প্রিয়) ঃ একমাত্র সন্তানটি বিধবার চোখের মণি।

২৫৮। **চাল নেই চুলো নেই** (নিঃস্ব) ঃ তমালের চাল নেই চুলো নেই কে তাকে পছন্দ করবে।

২৫৯। **চোখের নেশা** (মোহ) ঃ চোখের নেশা দুদিনেই কাটে।

২৬০। **চোখে ধোঁয়া দেখা** (হতভম্ব হওয়া) ঃ মামলায় হেরে পলাশ চোখে ধোঁয়া দেখছে।

২৬১। **চামচিকের লাথি** (নগণ্য ব্যক্তির কটূক্তি) ঃ পদে না থাকায় অনেকে চামচিকের লাথি খায়।

২৬২। **চালমারা** (মিথ্যা বাহাদুরি) ঃ লেখাপড়া কর, চাল মেরে কদিন চলবে।

২৬৩। **চিনে জোঁক** (নাছোড়বান্দা) ঃ সাজেশনের জন্য সে চিনে জোঁকের মত লেগে রইল।

২৬৪। **চিনির পুতুল** (শ্রমকাতর) ঃ চিনির পুতুল দিয়ে কৃষি কাজ হয় না।

২৬৫। **চুল পাকানো** (দীর্ঘ অভিজ্ঞতা) ঃ পড়িয়ে পড়িয়ে চুল পাকালাম ছাত্র চিনলাম না।

ছ

২৬৬। **ছায়া মাড়ানো** (কাছে যাওয়া) ঃ অনেক দিন রানা কলেজের ছায়া মাড়ায়নি।

২৬৭। **ছিনিমিনি খেলা** (নষ্ট করা) ঃ টাকা পয়সার ছিনিমিনি খেলে জাফর সব শেষ করল।

২৬৮। **ছাই চাপা আগুন** (প্রচ্ছন্ন যোগ্যতা) ঃ মানিক ছাই চাপা আগুন, তার উন্নতি হবেই।

২৬৯। **ছাই ফেলতে ভাঙা কুলা** (সামান্য কাজের জন্য অপদার্থ ব্যক্তি) ঃ বুড়ো আছে বসে যদি ছাই ফেলতে ভাঙা কুলার দরকার পড়ে।

২৭০। **ছেলের হাতের মোয়া** (সামান্য বস্তু) ঃ স্টার নম্বর ছেলের হাতের মোয়া নয় যে সবাই পাবে।

২৭১। **ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা** (নগণ্য স্বার্থে দুর্নাম অর্জন) ঃ ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে কে চায়।

২৭২। **ছ কড়া ন কড়া করা** (তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা অবহেলা করা) ঃ দামী জিনিসটা ছ কড়া না কড়া করে বেচে ফেললে।

২৭৩। **ছক্কা পাঞ্জা করা** (বড় বড় কথা বলা) ঃ লেখাপড়ার খোঁজ নেই, ছক্কা পাঞ্জা করায় উস্তাদ।

২৭৪। **ছিঁচ কাদুনে** (অল্পেই কাঁদে এমন) ঃ বেবির মত ছিঁচ কাদুনে মেয়ের কাছে কি আশা করা যায় ?

২৭৫। **ছা-পোষা** (পোষ্য ভারাক্রান্ত) ঃ ছা-পোষা লোক দেশের কথা কি ভাববে ?

জ

২৭৬। **জগা খিচুড়ি** (বিশৃঙ্খল) ঃ সব জগা খিচুড়ি না করে এক দিক থেকে গুছিয়ে পড়।

২৭৭। **জিভ বেরিয়ে পড়া** (ক্লেশ বোধ করা) ঃ পরীক্ষার আগে পড়তে পড়তে অনেকের জিভ বেরিয়ে যায়।

২৭৮। **জিভে পানি আসা** (লোভ) ঃ উপাদেয় খাবার দেখে অনেকেরই জিভে পানি আসে।

২৭৯। **জো হুকুম** (চাটুকার) ঃ বড় সাহেবকে বিভ্রান্ত করছে জো হুকুমের দল।

২৮০। **জগদ্দল পাথর** (গুরুভার) ঃ অনেক কুসংস্কার সমাজের বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে আছে।

২৮১। **জলে কুমির ডাঙায় বাঘ** (উভয় সঙ্কট) ঃ কর্তৃপক্ষের শাস্তির ভয়, অন্যদিকে সমিতির হুঙ্কার, জলে কুমির ডাঙায় বাঘ, যাই কোন দিকে?

২৮২। **জাল পাতা** (ফাঁদ পাতা) ঃ আসামী ধরার জন্য পুলিশ জাল পেতেছে।

২৮৩। **জাল গোটানো** (কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত করা) ঃ লোকসান দেখে কাজী ব্যবসার জাল গুটিয়ে নিলেন।

২৮৪। **জিলাপির প্যাঁচ** (কূটবুদ্ধি) ঃ পেটে জিলাপির প্যাঁচ রেখে ভাল মানুষ সাজতে চেয়ো না।

২৮৫। **জাহান্নামে যাওয়া** (উৎসন্নে বা কুপথে যাওয়া) ঃ লেখাপড়া না করলে জাহান্নামে যাবে।

২৮৬। **জলাঞ্জলি দেওয়া** (বিসর্জন দেওয়া) ঃ মান সম্মান জলাঞ্জলি দিতে হল ছেলের জন্য।

ঝ

২৮৭। **ঝড়ো কাক** (বিপর্যস্ত) ঃ সারাদিন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ঝড়ো কাক হয়ে মণি বাসায় ফিরল।

২৮৮। **ঝাঁকের কৈ** (এক দলভুক্ত) ঃ পরীক্ষা পিছানোর ব্যাপারে সবাই ঝাঁকের কই সাজে।

২৮৯। **ঝাল ঝাড়া** (আক্রোশ মিটানো) ঃ অবাধ্যতার জন্য অনেক সময় সুযোগ পেয়ে শিক্ষকেরা ছাত্রদের ওপর ঝাল ঝাড়েন।

২৯০। **ঝোপ বুঝে কোপ মারা** (সুযোগের সদ্ব্যবহার) ঃ মজুতদারেরা ঝোপ বুঝে কোপ মেরে জিনিসের দাম বাড়ায়।

২৯১। **ঝিকে মেরে বউকে শেখানো** (একজনের মাধ্যমে অপরকে শিক্ষাদান) ঃ চক্ষু লজ্জার খাতিরে সংসারে অনেকেই ঝিকে মেরে বউকে শেখায়।

ট

২৯২। **টনক নড়া** (সজাগ হওয়া) ঃ পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি দেখে রানার টনক নড়ল।

২৯৩। **টাকার কুমির** (ধনী ব্যক্তি) ঃ চৌধুরী টাকার কুমির, কিন্তু কৃপণের হদ্দ।

২৯৪। **টানা পোড়ন** (বিরক্তিকর যাতায়াত) ঃ ছুটাছুটি করে টানা পোড়নে প্রাণ যায় যায়।

২৯৫। **টায়ে টায়ে** (কোন রকমে) ঃ জাফর টায়ে টায়ে পরীক্ষায় পাশ করল।

২৯৬। **টেঁকে গোঁজা** (আত্মসাৎ করা, সহজে কাবু করা) ঃ মোড়ল অমন পাঁচটা মাস্তানকে টেঁকে গুঁজতে পারে।

২৯৭। **টেক্কা দেওয়া** (পাল্লা দেওয়া) ঃ বড় সাহেবের সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার সাহস কারও নেই।

২৯৮। **টো টো করা** (লক্ষ্যহীনভাবে হেঁটে বেড়ানো) ঃ সারা দিন টো টো করে বেড়ালে লেখাপড়া হবে কখন।

২৯৯। **টাকার গরম** (ধনের অহঙ্কার) ঃ টাকার গরমে ইমরানের মাটিতে পা পড়ে না।

৩০০। **টই টুম্বুর** (কানায় কানায় পরিপূর্ণ) ঃ বর্ষায় খাল বিল পানিতে টই টুম্বুর হয়ে যায়।

৩০১। **টাল সামলানো** (বিপদ সামলানো) ঃ তখন ত বড় বড় কথা বলেছ, এখন টাল সামলাও।

৩০২। **টোপ ফেলা** (ফাঁদ পাতা) ঃ স্বার্থের টোপ ফেলে অনেকেই শিকার খুঁজে।

৩০৩। **টানা ছেঁচড়া** (জোর করে কাজে লাগানো) ঃ এ কাজে অপুর মন নেই, টানা ছেঁচড়া করে লাভ কি।

৩০৪। **টিম টিম করা** (শেষ অবস্থা) ঃ টিম টিম করে কি বংশের গৌরব রাখা যায়।

৩০৫। **টুপ ভুজঙ্গ** (নেশায় বিভোর) ঃ সব সময় টুপ ভুজঙ্গ হয়ে থাকলে কোনও আশা নেই।

৩০৬। **টোপ গেলা** (কৌশলে রাজি হওয়া) ঃ অনেক চেষ্টায় টোপ গেলানো হয়েছে, এবার খেলা জমবে।

৩০৭। **ট্যাঁক ভারী করা** (অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন) ঃ চোরাচালানীতে জড়িত হয়ে অনেকেই ট্যাঁক ভারী করে।

ঠ

৩০৮। **ঠক বাছতে গাঁ উজাড়** (আদর্শহীনতায় প্রাচুর্য) ঃ আজকাল আদর্শ খুঁজতে যেওনা—এখন ঠক বাছতে গাঁ উজাড়।

৩০৯। **ঠারে ঠারে** (ইঙ্গিতে) ঃ ঠারে ঠারে কহি কথা পতিদেব সনে।

৩১০। **ঠুঁটো জগন্নাথ** (অকর্মণ্য) ঃ অমন ঠুঁকো জগন্নাথ হলে চলে না।

৩১১। **ঠোঁট কাটা** (স্পষ্টভাষী) ঃ এমন ঠোঁট কাটা লোক আর দেখিনি, গুরুজনদের সামনেও মুখে কিছু আটকায় না।

৩১২। **ঠোঁট সেলাই করে থাকা** (নির্বাক) ঃ ও কথা আর বলব না—ঠোঁট সেলাই করে রইলাম।

৩১৩। **ঠেলার নাম বাবাজী** (চাপে পড়ে কাবু) ঃ চাঁদাবাজ কি সহজে ছাড়ে, পুলিশে খবর দিতে হয়েছিল—ঠেলার নাম বাবাজী।

৩১৪। **ঠাট বজায় রাখা** (আড়ম্বর দেখান) ঃ অভাবে পড়েও সৈয়দ সাহেবের ঠাট বজায় আছে।

৩১৫। **ঠোঁট ফুলানো** (অভিমান) ঃ মনে আবেগ বেশি থাকলে ঠোঁট ফুলানো স্বাভাবিক।

৩১৬। **ঠাণ্ডা লড়াই** (গোপনে বিরোধিতা) ঃ এমন ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগ আসল কথা মুখে আসে না।

ড

৩১৭। **ডাক ছেড়ে কাঁদা** (গলা ছেড়ে কাঁদা) ঃ ছেলের পরীক্ষার ফল দেখে এখন ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছে।

৩১৮। **ডাকের সুন্দরী** (খুবই সুন্দরী) ঃ তন্বী এমন ডাকের সুন্দরী, কিন্তু মন নেই লেখাপড়ায়।

৩১৯। **ডানাকাটা পরী** (অসাধারণ সুন্দরী) ঃ ডানাকাটা পরী হলে কি হবে মমতার বইয়ে মন বসে না।

৩২০। **ডুমুরের ফুল** (অদর্শনীয়) ঃ পরীক্ষায় ভাল করে সুফী এখন ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছে।

৩২১। **ডান হাতের ব্যাপার** (খাওয়া) ঃ আগে ডান হাতের ব্যাপার সেরে নিতে হয়।

৩২২। **ডুবে ডুবে পানি খাওয়া** (গোপনে) ঃ গোবেচারা হলে হবে কি, আসলে সুজা ডুবে ডুবে পানি খায়।

৩২৩। **ডামাডোল** (গোলযোগ) ঃ রাজনীতির ডামাডোলে অনেকেই আখের গুছায়।

ঢ

৩২৪। **ঢাকের কাঠি** (তোষামুদে) ঃ বড় লোকের ঢাকের কাঠি হতে অনেকেই চায়।

৩২৫। **ঢাক ঢাক গুড় গুড়** (লুকোচুরি) ঃ মঈনের ঢাক ঢাক গুড় গুড় কাজ ভাল লাগে না।

৩২৬। **ঢাকের বাঁয়া** (অপ্রয়োজনীয়) ঃ অফিসে ঢাকের বাঁয়া হয়ে লাভ নেই।

৩২৭। **ঢেউ গণা** (বাজে কাজে সময় নষ্ট) ঃ তীরে বসে ঢেউ গুণে লাভ নেই—ঝাঁপিয়ে পড়।

৩২৮। **ঢেঁকির কচকচি** (বিরক্তিকর কথা) ঃ তোমার ওসব ঢেঁকির কচকচি শুনে লাভ নেই।
৩২৯। **ঢেলে সাজানো** (নতুন করে তৈরি) ঃ তোমার পরিকল্পনার খসড়া ঢেলে সাজাতে হবে।
৩৩০। **ঢি ঢি পড়া** (কলঙ্ক প্রচার হওয়া) ঃ অন্যায় করলে সমাজে ঢি ঢি পড়বেই।
৩৩১। **ঢিমে তেতালা** (মন্থর) ঃ ঢিমে তেতালা চালে লাভ নেই, মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে।
৩৩২। **ঢু মারা** (খোঁজ করা) ঃ ঢু মেরে দেখে যাও বৈঠকখানায় রতন আছে কি না।
৩৩৩। **ঢেকির কুমির** (অপদার্থ) ঃ বসে বসে থেকে তুমি দেখছি ঢেঁকির কুমির হয়েছ।

ত

৩৩৪। **তক্কে তক্কে থাকা** (গোপনে সতর্ক থাকা) ঃ শফিক তক্কে তক্কে আছে, কখন যে ধরে বলা যায় না।
৩৩৫। **তড়িঘড়ি** (দ্রুত) ঃ এমন তড়িঘড়ি করলে ভাল ফল পাবে না।
৩৩৬। **তাইরে নাইরে** (বৃথা সময় নষ্ট) ঃ তাইরে নাইরে করে আর কতদিন কাটাবে।
৩৩৭। **তাল পাতার সেপাই** (ক্ষীণজীবী) ঃ ফরহাদের মত তালপাতার সেপাই দিয়ে কাজ হবে না।
৩৩৮। **তাসের ঘর** (ক্ষণস্থায়ী ঘর) ঃ ছেলেটা ফেল করায় সব স্বপ্ন তাসের ঘরের মত ভেঙে গেল।
৩৩৯। **তিলকে তাল করা** (সামান্য ব্যাপারকে বাড়িয়ে গুরুতর করা) ঃ যারা তিলকে তাল করে তাদের কেউ বিশ্বাস করে না।
৩৪০। **তুড়ি দেওয়া** (অবজ্ঞা করা) ঃ তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাও, যুক্তি দেখিয়ে দাও।
৩৪১। **তুর্কি নাচন নাচা** (অস্থিরভাবে অঙ্গ চালনা) ঃ কালবৈশাখী যেন প্রকৃতিতে তুর্কি নাচন নাচল।
৩৪২। **তুলসী বনের বাঘ** (ভণ্ড) ঃ সোজা মনে হলেও আসলে শুভ্র তুলসী বনের বাঘ।
৩৪৩। **তুলা ধুনা করা** (দুর্দশাগ্রস্ত করা) ঃ সামান্য দোষ ধরে মা তুলা ধুনা করেন।
৩৪৪। **তুষের আগুন** (দীর্ঘস্থায়ী ও দুঃসহ যন্ত্রণা) ঃ পরীক্ষায় ফেলের জন্য পিতার তিরস্কারে মনে তুষের আগুন জ্বলছে।
৩৪৫। **তীর্থের কাক** (প্রতীক্ষারত) ঃ তীর্থের কাক হয়ে বসে আছি ছেলের পাশের আশায়।
৩৪৬। **তালকানা** (কাণ্ডজ্ঞানহীন) ঃ এমন তালকানা লোকের কাছে কিছু আশা করা যায় না।
৩৪৭। **তাক লাগান** (অবাক করা) ঃ পরীক্ষার ফল দিয়ে রানা সবার তাক লাগিয়ে দিল।
৩৪৮। **তুবড়ি ছোটা** (বেশি কথা বলা) ঃ তার মুখে কথার তুবড়ি ছুটছে।
৩৪৯। **তেলে বেগুনে জ্বলা** (রাগে উত্তেজিত হওয়া) ঃ ফেল করার যুক্তি শুনে বাবা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন।
৩৫০। **তোলপাড় করা** (আলোড়ন সৃষ্টি করা) ঃ সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে তোলপাড় করার কারণ নেই।
৩৫১। **তামার বিষ** (অর্থের কুপ্রভাব) ঃ তোমাকে তামার বিষে পেয়েছে বলে মানুষকে মানুষ মনে কর না।

থ

৩৫২। **থরহরি কম্প** (ভীতির আতিশয্যে কাঁপা) ঃ আগের কালে রাজার দাপটে রাজ্যে থরহরি কম্প শুরু হত।
৩৫৩। **থ হওয়া** (স্তম্ভিত হওয়া) ঃ কর্তার চাকরি গেছে শুনে গিন্নী থ হয়ে গেল।
৩৫৪। **থোড়াই কেয়ার করা** (কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করা) ঃ ভূতকে রাফি থোড়াই কেয়ার করে।
৩৫৫। **থই পাওয়া** (উদ্ধার লাভ, তলা পাওয়া) ঃ সমস্যার বাহুল্যে সংসারে থই পাওয়া কঠিন।
৩৫৬। **থতমত খাওয়া** (কি করা বুঝতে না পারা) ঃ হঠাৎ পুলিশ দেখে মজুদদার থতমত খেল।
৩৫৭। **থই থই করা** (পরিপূর্ণ) ঃ বর্ষায় পুকুর পানিতে থই থই করছে।
৩৫৮। **থাবাথুবি দিয়ে রাখা** (পিঠ চাপড়ে ভুলিয়ে রাখা) ঃ বদনামকে থাবাথুবি দিয়ে রাখা যায় না।

দ

৩৫৯। **দহরম মহরম** (মাখামাখি) ঃ বড়লোকের সঙ্গে এত দহরম মহরম ভাল নয়।

৩৬০। **দা-কুমড়া সম্বন্ধ** (শত্রুতা) ঃ রানাদের দুভাইয়ের মধ্যে দা-কুমড়া সম্বন্ধ।

৩৬১। **দাসখত লিখে দেওয়া** (একান্ত আনুগত্য স্বীকার করা) ঃ দাসখত লিখে দিলেও কর্তার মন পাওয়া যাবে না।

৩৬২। **দিনকে রাত করা** (সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করা) ঃ যুক্তি দিয়ে দিনকে রাত করা যায় না।

৩৬৩। **দিন থাকতে** (উপযুক্ত সময়ে) ঃ দিন থাকতে হাঁটো, বয়স থাকতে খাটো।

৩৬৪। **দিন ফুরানো** (আয়ু শেষ হওয়া) ঃ দিন ফুরাল হেলায় ফেলায় পরকালের কি উপায়।

৩৬৫। **দিনে ডাকাতি** (অত্যন্ত দুঃসাহসিক কাজ) ঃ সত্য উড়িয়ে দিতে চাও—এযে দিনে ডাকাতি।

৩৬৬। **দুকূল বজায় রাখা** (উভয়কে সন্তুষ্ট রাখা) ঃ লেখাপড়া করবে না, আবার পাশও করবে—এভাবে দুকূল বজায় রাখা চলে না।

৩৬৭। **দুধে ভাতে থাকা** (সুখে থাকা) ঃ আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

৩৬৮। **দুধের ছেলে** (কচি ছেলে) ঃ এমন দুধের ছেলের ওপর এত পড়ার বোঝা কেন ?

৩৬৯। **দুধের মাছি** (সুসময়ের বন্ধু) ঃ টাকা থাকলে দুধের মাছির অভাব হয় না।

৩৭০। **দুধের সাধ ঘোলে মিটানো** (ভালর অভাব মন্দ দিয়ে পূরণ) ঃ পোষ্যপুত্র নিয়ে দুধের সাধ ঘোলে মিটানো হয়।

৩৭১। **দুমুখো সাপ** (দুদিক থেকে ক্ষতিকর) ঃ আসিফ দুমুখো সাপ, সাবধান থেকো।

৩৭২। **দুহাতে খরচ করা** (বেহিসাবী) ঃ পিতার অগাধ টাকা পেয়ে স্বপন দুহাতে খরচ করছে।

৩৭৩। **দেঁতো হাসি** (কৃত্রিম হাসি) ঃ দেঁতো হাসি হাসে যারা, আজকে তাদের হয়নি পড়া।

৩৭৪। **দেখে নেওয়া** (ক্ষমতা পরীক্ষা) ঃ আসলাম এক হাত দেখে নেবে বলে শাসিয়ে গেল।

৩৭৫। **দোটানায় পড়া** (কর্তব্য নির্ণয়ে অক্ষম) ঃ প্রথম বিভাগে যাবে কি না ভেবে সালমা দোটানায় পড়ল।

৩৭৬। **দর কষাকষি** (দামাদামি করা) ঃ যৌতুক বিরোধী আইন থাকলেও এখনও যৌতুক নিয়ে দর কষাকষি হয়।

৩৭৭। **দশখান করে বলা** (কারও বিরুদ্ধে বাড়িয়ে বলা) ঃ বাবার মন ভাঙানোর জন্য সৎমা দশখান করে বলেন।

৩৭৮। **দাঁও মারা** (সুবিধা লাভ) ঃ রমযানে অনেক ব্যবসায়ী জিনিসের দাম বাড়িয়ে দাঁও মারে।

৩৭৯। **দাঁত খিঁচুনি** (তীব্রভাবে বকা) ঃ এজাজের দাঁত খিঁচুনি ভাল লাগে না।

৩৮০। **দাঁতে কুটো কাটা** (অলস) ঃ শিউলিকে দিয়ে আশা নেই, সে দাঁতে কুটোটিও কাটতে চায় না।

৩৮১। **দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকা** (উপবাসে থাকা) ঃ অভাবে পড়ে ইসমত দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকে।

৩৮২। **দাঁত ফুটানো** (কঠিন বিষয় আয়ত্ত করা) ঃ অঙ্কের প্রশ্নে দাঁত ফুটানো যায়নি।

৩৮৩। **দাদ নেওয়া** (পুরানো শত্রুতার প্রতিশোধ নেওয়া) ঃ তসলিম অপমানের দাদ নেওয়ার সুযোগ খুঁজছে।

৩৮৪। **দুকান কাটা** (বেহায়া) ঃ দুকান কাটা না হলে কেউ এমন অন্যায় কাজ করতে পারে না।

৩৮৫। **দুনৌকায় পা দেওয়া** (উভয় সংকট) ঃ দুনৌকায় পা দিয়ে বিপদে পড়া গেল।

৩৮৬। **দুচোখের বিষ** (পরম শত্রু) ঃ কেন যে শামীমের দুচোখের বিষ হলাম জানি না।

ধ

৩৮৭। **ধড়া-চূড়া** (সাজপোশাক) ঃ অফিস থেকে বাড়ি এসেই ধড়াচূড়া ছেড়ে হাঁফ ছাড়ি।
৩৮৮। **ধড়ে প্রাণ আসা** (বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে সুস্থির হওয়া) ঃ মাস্তান চলে যাওয়ায় ধড়ে প্রাণ এল।
৩৮৯। **ধরাকে সরা জ্ঞান করা** (অহঙ্কারে তুচ্ছ মনে করা) ঃ টাকা হয়েছে বলে কি ধরাকে সরা জ্ঞান করতে হবে।
৩৯০। **ধর্মের ষাঁড়** (যথেচ্ছাচারী) ঃ ছেলে হয়েছে ধর্মের ষাঁড়—কে তাকে বশে রাখবে ?
৩৯১। **ধামা চাপা দেওয়া** (স্থগিত বা গোপন করা) ঃ পরীক্ষার খবর কি আর ধামা চাপা দিয়ে রাখা যায় ?
৩৯২। **ধামাধরা** (তোষামোদকারী) ঃ এমন ধামাধরা লোকের কাছে ন্যায় বিচার আশা করা যায় না।
৩৯৩। **ধোপে টেকা** (পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া) ঃ তোমার যুক্তি ধোপে টেকে না।
৩৯৪। **ধোলাই দেওয়া** (প্রচণ্ড প্রহার করা) ঃ ভাল করে ধোলাই না দিলে পড়ায় মন বসবে না।
৩৯৫। **ধর্মের কল** (সত্য) ঃ ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

ন

৩৯৬। **নকড়া ছকড়া করা** (হেলা ফেলা করা) ঃ কাজের জিনিস নকড়া ছকড়া করা ঠিক নয়।
৩৯৭। **নগদ নারায়ণ** (নগদ অর্থ) ঃ নগদ নারায়ণ চালাও, অনেক কিছুই করা যাবে।
৩৯৮। **নজর দেওয়া** (কুদৃষ্টি) ঃ খাওয়ার সময় নজর দেওয়া ঠিক নয়।
৩৯৯। **ননির পুতুল** (সহজে কাতর, আদুরে দুলাল) ঃ এমন ননির পুতুলের পক্ষে কঠোর পরিশ্রম অসম্ভব।
৪০০। **নয় ছয় হওয়া** (নষ্ট) ঃ অযোগ্যের হাতে পড়ে ব্যবসা নয় ছয় হয়ে গেল।
৪০১। **নরম গরম** (মিঠেকড়া) ঃ আজকাল নরমে গরমে কাজ আদায় করতে হয়।
৪০২। **নাক গলানো** (অনধিকার চর্চা) ঃ সব ব্যাপারে নাক গলানো ঠিক নয়।
৪০৩। **নাকানি চোবানি** (হয়রান বা নাকাল হওয়া) ঃ মাতব্বরী করতে গিয়ে খালিদ অনেক নাকানি চোবানি খেয়েছে।
৪০৪। **নাকে মুখে গোঁজা** (দ্রুত আহার)ঃ দুটো নাকে মুখে গুঁজে শামীম ক্লাসে ছুটল।
৪০৫। **নাছোড়বান্দা** (সহজে ছাড়ে না) ঃ রওশন নাছোড়বান্দা হয়ে লেগেছে, পরীক্ষায় ভাল করবেই।
৪০৬। **নাটের গুরু** (মূল নায়ক) ঃ নাটের গুরুকে আগে ধরতে হবে।
৪০৭। **নাড়ি টেপা** (পরীক্ষা করা) ঃ নাড়ি টিপে দেখলাম অবস্থাটা কি।
৪০৮। **নাড়ি নক্ষত্র** (সব তথ্য) ঃ জামিলের নাড়ি-নক্ষত্র আমার জানা।
৪০৯। **নাড়ির টান** (গভীর ও আন্তরিক মমত্ববোধ) ঃ নাড়ির টানেই মুবিন দেশে এসেছে।
৪১০। **নিকুচি করা** (তিরস্কার) ঃ ফল ভাল করতে পারছ না, তোমার পড়ার নিকুচি করি।
৪১১। **নাকে খৎ** (অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করা) ঃ নাকে খৎ দিয়ে পড়তে বস।
৪১২। **নাম ডুবানো** (সুনাম নষ্ট করা) ঃ ফেল করে বাপের নাম ডুবিয়েছে।
৪১৩। **নিমক খাওয়া** (অন্যের কাছে উপকৃত হওয়া) ঃ নিমক যখন খেয়েছ কাজটুকু করে দাও।
৪১৪। **নিমক হারাম** (অকৃতজ্ঞ) ঃ নিমক হারাম হওয়া পাপ।
৪১৫। **নেক নজরে থাকা** (সুদৃষ্টি) ঃ বড় সাহেবের নেক নজরে থাকলে উপকার আছে।
৪১৬। **নিমরাজি** (প্রায় রাজি) ঃ নাসের ত নিমরাজি হয়েই আছে, প্রস্তাবটা দিলেই হল।
৪১৭। **নিসপিস করা** (বেশি আগ্রহ দেখানো) ঃ চোরকে পিটানোর জন্য হাত নিসপিস করছিল।

৪১৮। **নামকাটা সেপাই** (কর্মচ্যুত ব্যক্তি) ঃ মুনির এখন নামকাটা সেপাই, তাকে দিয়ে কিছু হবে না।

৪১৯। **নাই দেওয়া** (প্রশ্রয় দেওয়া) ঃ ছেলেকে বেশি নাই দিতে নেই।

৪২০। **নেই আঁকড়া** (নাছোড়বান্দা) ঃ এমন নেই আঁকড়া লোক দেখিনি।

৪২১। **নথ নাড়া** (গর্ব প্রকাশ করা) ঃ তোমার নথ নাড়া দেখে আমার লাভ নেই।

পা

৪২২। **পই পই করে বলা** (বার বার স্মরণ করিয়ে দেওয়া) ঃ পই পই করে বলার পরও তুমি জিনিসটি আনলে না।

৪২৩। **পগার পার** (আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়া) ঃ পুলিশ আসার আগেই চোর পগার পার।

৪২৪। **পঞ্চমুখ হওয়া** (অতিরিক্ত কথা বলা) ঃ জামানের লেখা পড়ে শিক্ষক পঞ্চমুখ হয়ে প্রশংসা করলেন।

৪২৫। **পটল তোলা** (মরা) ঃ বুড়ো আজ বাদে কাল পটল তুলবে অথচ রাগ কত।

৪২৬। **পটের বিবি** (সুসজ্জিত) ঃ পটের বিবি হয়ে বসে থাকলে সংসার চলবে কেমনে ?

৪২৭। **পত্রপাঠ** (অবিলম্বে) ঃ চাহিদার কথা শুনে পত্রপাঠ জাহিদকে বিদায় করা হল।

৪২৮। **পথ দেখা** (চলে যাওয়া) ঃ কথা বাড়িয়ে লাভ নেই এখনই পথ দেখ।

৪২৯। **পথে আসা** (সংশোধন করা) ঃ আর তর্ক না করে এবার পথে এসো।

৪৩০। **পথে বসা** (নিঃস্ব হওয়া) ঃ ব্যবসায় ফেল করে ফেলু মিয়া পথে বসেছে।

৪৩১। **পথে দাঁড়ানো** (সর্বস্বান্ত হওয়া) ঃ চাকরি হারিয়ে হারাধন পথে দাঁড়িয়েছে।

৪৩২। **পথের কাঁটা** (সুখের বাধা) ঃ আমি তোমার কেউ নই, বরং পথের কাঁটা।

৪৩৩। **পাকা ধানে মই** (অনিষ্ট করা) ঃ আমি কারও পাকা ধানে মই দিই না তাই সুখে আছি।

৪৩৪। **পাখিপড়া করা** (বার বার শেখানো) ঃ এত পাখি পড়া করে দিলাম তবু কাজটা পারলে না।

৪৩৫। **পাত পাড়া** (খেতে বসা) ঃ গরিব হয়ে পাত পাড়তে লজ্জা কেন ?

৪৩৬। **পাততাড়ি গোটানো** (জিনিসপত্র গুছানো) ঃ অবসর নিয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে তিনি হজ্বে গেলেন।

৪৩৭। **পাথরে পাঁচ কিল** (সৌভাগ্য) ঃ মেহমান না আসায় সব খাবার বেঁচে গেল, আজ মীরার পাথরে পাঁচ কিল।

৪৩৮। **পা দেওয়া** (উপনীত হওয়া) ঃ এস. এস. সি. পরীক্ষার সময় মণি চৌদ্দয় পা দিয়েছে।

৪৩৯। **পান থেকে চুন খসা** (তুচ্ছ ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া) ঃ সমাজে পুরুষের দোষ কেউ দেখে না, মেয়েদের বেলায় পান থেকে চুন খসলেই হৈ চৈ।

৪৪০। **পালের গোদা** (দলপতি) ঃ পালের গোদাটাকে ধরলেই সব অপরাধী ধরা যাবে।

৪৪১। **পিণ্ডি রক্ষা** (কিঞ্চিৎ প্রাপ্তি) ঃ সারাদিন একটি মক্কেলও জোটেনি—পিণ্ডি রক্ষাও হল না।

৪৪২। **পুঁটি মাছের প্রাণ** (যা সহজে মরে যায়) ঃ এমন পুঁটি মাছের প্রাণ নিয়ে অনশন ধর্মঘটে যাচ্ছ।

৪৪৩। **পুকুর চুরি** (বড় চুরি) ঃ পুকুর চুরি করেও অনেকেই পার পাচ্ছে।

৪৪৪। **পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটা** (পুরানো প্রসঙ্গের তিক্ত আলোচনা করা) ঃ পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কি, এখনকার কথা বল।

৪৪৫। **পেটে খেলে পিঠে সয়** (লাভ হলে অন্যদিকে ক্ষতি সহ্য করা) ঃ হাত খরচ পেয়ে বাবার ধমক সহ্য করি, কারণ পেটে খেলে পিঠে সয়।

৪৪৬। **পেটে চড়া পড়া** (অতিরিক্ত খেতে খেতে অরুচি হওয়া) ঃ অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে।

৪৪৭। **পেটের ভাত চাল হওয়া** (খুব দুর্ভাবনায় পড়া) ঃ নকল ধরা পড়ায় মণির পেটের ভাত চাল হয়ে গেল।

৪৪৮। **পেয়ে বসা** (নাছোড়বান্দা) ঃ নতুন বউকে ছেলেমেয়েরা পেয়ে বসেছে।

৪৪৯। **পোঁ ধরা** (সহকারিতা করা) ঃ নিশি কাঁদতে বসল, দিবা পোঁ ধরল।

৪৫০। **পোড় খাওয়া** (দুঃখ-কষ্ট ভোগ) ঃ অনেক পোড় খেয়ে শিউলি এমন আত্মসংযম শিখেছে।

৪৫১। **পোয়া বার** (অতিরিক্ত সৌভাগ্য) ঃ বড় সাহেব বদলি হওয়ায় এখন অনেকের পোয়া বার।

৪৫২। **প্রমাদ গণা** (ভীত হওয়া) ঃ অধ্যক্ষকে হলে দেখে অনেক পরীক্ষার্থীই প্রমাদ গুণল।

৪৫৩। **প্রাণ হাতে করা** (মরণের ঝুঁকি নেওয়া) ঃ প্রাণ হাতে করে ভাঙা সেতু পার হয়েছি।

৪৫৪। **পায়াভারী** (অহঙ্কার) ঃ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে তার পায়াভারী হয়েছে।

৪৫৫। **পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা** (অপরকে দিয়ে কাজ উদ্ধার) ঃ পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে স্বনির্ভর হওয়া যায় না।

৪৫৬। **পরের মুখে ঝাল খাওয়া** (না দেখে অপরের কথায় বিশ্বাস করা) ঃ নিজে জেনে বলতে হয়, অপরের মুখে ঝাল খাওয়া ঠিক নয়।

৪৫৭। **পরকাল ঝরঝরে করা** (ভবিষ্যৎ নষ্ট করা) ঃ আড্ডা দিয়ে দিয়ে অনেকেই পরকাল ঝরঝরে করে।

৪৫৮। **পরের ধনে পোদ্দারি** (অপরের অর্থের যথেচ্ছ ব্যয়) ঃ পরের ধনে পোদ্দারি আর কত দিন, নিজের পায়ে দাঁড়াও।

৪৫৯। **পাঁচ কান হওয়া** (প্রচারিত হওয়া) ঃ ফেলের কথাটা গোপন রাখা গেল না, কেমন করে পাঁচ কান হয়ে গেল।

৪৬০। **পেটে পেটে বুদ্ধি** (দুষ্ট বুদ্ধি) ঃ পেটে পেটে বুদ্ধি খাটিয়েও উদ্ধার হল না।

ফ

৪৬১। **ফাঁকা আওয়াজ** (আন্তঃসারশূন্য বক্তব্য) ঃ মাঠের নেতাদের অনেক কথাই ফাঁকা আওয়াজ।

৪৬২। **ফেঁপে ওঠা** (বিত্তশালী হওয়া) ঃ ব্যবসায় নেমে অল্পদিনেই মানিক ফেঁপে উঠল।

৪৬৩। **ফোঁপর দালালী** (চালবাজি) ঃ ফোঁপর দালালী না করে লেখাপড়ায় মন দাও।

৪৬৪। **ফোড়ন দেওয়া** (কথার মাঝে বৃথা টিপ্পনী কাটা) ঃ ফোড়ন দিয়ে ঝগড়া বাঁধানো হয়েছে।

৪৬৫। **ফ্যা ফ্যা করা** (অনর্থক ঘোরা) ঃ সারাদিন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে লাভ কিছু হল না।

৪৬৬। **ফতো নবাব** (সম্বলহীন বড়লোক) ঃ আজাদ এখন ফতো নবাব।

৪৬৭। **ফতুর হওয়া** (নিঃস্ব) ঃ ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ দিয়ে ফতুর হলেও লাভ।

৪৬৮। **ফুলবাবু** (বিলাসী) ঃ ফুলবাবু সেজে ভাল ফল করা যায় না।

৪৬৯। **ফেউ লাগা** (পিছনে লেগে ক্রমাগত বিরক্ত করা) ঃ পেছনে ফেউ লেগেছে।

৪৭০। **ফুলের ঘায়ে মুর্ছা যাওয়া** (অল্পেই ক্লান্ত) ঃ যে ফুলের ঘায়ে মুর্ছা যায় সে প্রথম হওয়ার পরিশ্রম করবে কিভাবে ?

৪৭১। **ফাঁদে পা দেওয়া** (ষড়যন্ত্রে পড়া) ঃ ফাঁদে পা দিয়েছ, এবার বাঁচার পথ দেখ।

৪৭২। **ফাঁকে পড়া** (বঞ্চিত হওয়া) ঃ কলেজে এসেও অনেকের ফাঁকে পড়ে লেখাপড়া ঠিকমত হয় না।

৪৭৩। **ফাঁপা ঢেঁকি** (সামর্থ্যহীন) ঃ ফাঁপা ঢেঁকিকে দলে নিয়ে লাভ নেই।

৪৭৪। **ফুলটুসি** (সহজে আহত বোধ করে যে) ঃ বেবির মত ফুলটুসিকে আটকানো কঠিন নয়।

ব

৪৭৫। **বইয়ের পোকা** (খুব পড়ুয়া) ঃ রানু বইয়ের পোকা : বই পেলে না পড়ে হাতছাড়া করে না।

৪৭৬। **বংশের বাতি** (যে বংশকে উজ্জ্বল করে) ঃ মেধা থাকলেই বংশের বাতি হওয়া যায়।

৪৭৭। **বকধার্মিক** (ভণ্ড) ঃ সমাজে বকধার্মিকের অভাব নেই।

৪৭৮। **বগল বাজানো** (আনন্দ প্রকাশ করা) ঃ পরকে বিপদে পড়তে দেখলে বগল বাজিয়ো না।

৪৭৯। **বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো** (সহজে খুলে যায় এমন) ঃ কাজের আয়োজনের সময়ে খুব আঁটাআঁটি, কিন্তু শেষদিকে যত শিথিলতা—এযে বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো।

৪৮০। **বয়ে যাওয়া** (ক্ষতিবৃদ্ধি জ্ঞান না করা) ঃ তোমার পাশের মিষ্টি না খেলে আমার বয়েই গেল।

৪৮১। **বর্ণচোরা আম** (যা ধরা পড়ে না) ঃ রানা যে কাগজে লেখে তাতো জানি না, সে দেখছি বর্ণচোরা আম।

৪৮২। **বসন্তের কোকিল** (সুদিনের বন্ধু) ঃ হাবিব ত বসন্তের কোকিল, দুঃখের দিনে সে পাশে থাকবে কেন !

৪৮৩। **বসে খাওয়া** (উপার্জনহীন অবস্থায় সঞ্চিত অর্থে চলা) ঃ বসে খেলে রাজার ভাণ্ডারও শেষ হয়ে যায়।

৪৮৪। **বাঁধা গৎ** (নির্দিষ্ট আচরণ) ঃ বুড়োরা বাঁধা গৎ ধরেই জীবন চালান।

৪৮৫। **বাজখাঁই গলা** (অত্যন্ত কর্কশ ও উঁচু গলা) ঃ এমন বাজখাঁই গলায় হাঁকাহাঁকি করছ কেন ?

৪৮৬। **বাজিমাৎ** (সাফল্য) ঃ পরীক্ষায় বাজিমাৎ করার চেষ্টা কর।

৪৮৭। **বাজিয়ে দেখা** (গুণাগুণ পরীক্ষা করা) ঃ লোকটা খাঁটি কি মেকি বাজিয়ে নিলেই হয।

৪৮৮। **বাড়া ভাতে ছাই** (উৎকৃষ্ট বস্তু নষ্ট) ঃ পরীক্ষার প্রস্তুতি ভালই ছিল, কিন্তু অসুখে পড়ায় বাড়া ভাতে ছাই পড়ল।

৪৮৯। **বাপের বেটা** (পিতার উপযুক্ত পুত্র) ঃ বাপের বেটা না হলে এমন কৃতিত্ব দেখাতে পারে ?

৪৯০। **বারমেসে** (সারা বছর জুড়ে) ঃ বন্যা বারমেসে হলে উপায় ছিল না।

৪৯১। **বালির বাঁধ** (ক্ষণস্থায়ী) ঃ বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণেকে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।

৪৯২। **বায়াত্তরে ধরা** (বার্ধক্যের কারণে কাণ্ডজ্ঞানহীন) ঃ বায়াত্তরে ধরেছে বলে বুড়ো এমন উইল করেছে।

৪৯৩। **বিড়াল তপস্বী** (বকধার্মিক) ঃ সমাজে বিড়াল তপস্বীর অভাব নেই।

৪৯৪। **বিদ্যার জাহাজ** (অতিশয় পণ্ডিত) ঃ লেখাপড়া করে বিদ্যার জাহাজ হওয়ার সাথে ডিগ্রিরও দরকার।

৪৯৫। **বিন্দুবিসর্গ** (সামান্য) ঃ ব্যাপারটা আমার বিন্দুবিসর্গ জানা ছিল না, নইলে এমন হত না।

৪৯৬। **বিষ ঝাড়া** (কঠোর শাস্তি দিয়ে সংশোধন করা) ঃ বাবা এমন বিষ ঝাড়লেন যে সে তাড়াতাড়ি বই নিয়ে বসল।

৪৯৭। **বিষ দাঁত ভাঙা** (অনিষ্ট করার শক্তি নষ্ট করা) ঃ শাস্তির জন্য অত্যাচারীর বিষ দাঁত ভাঙ্গতে হয়।

৪৯৮। **বিষ নয়নে পড়া** (বিরাগভাজন হওয়া) ঃ বড় সাহেবের বিষ নয়নে পড়ায় আর পদোন্নতি হল না।

৪৯৯। **বিসমিল্লায় গলদ** (গোড়ায় গলদ) ঃ বর্ণজ্ঞানই হল না, ভাষা শিখবে কেমনে, বিসমিল্লায় গলদ রয়ে গেছে।

৫০০। **বুকের পাটা** (সাহস) ঃ জনতার মোকাবিলা করার জন্য বুকের পাটা চাই।

৫০১। **বুদ্ধির ঢেঁকি** (মোটাবুদ্ধি) ঃ 'হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি।'

৫০২। **বেঙের আধুলি** (সামান্য ধন) ঃ বেঙের আধুলির পুঁজি দিয়ে ব্যবসা হয় না।

৫০৩। **বেঙের সর্দি** (প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যাপার) ঃ লোকটা জেলঘুঘু, তাকে জেলের ভয়, বেঙের আবার সর্দি।

৫০৪। **বাঁ হাতের ব্যাপার** (ঘুষ) ঃ আজকাল বাঁ হাতের ব্যাপারকে অনেকে খারাপ ভাবে না।

৫০৫। **বাঘের মাসি** (নির্ভীক) ঃ রানী কি বাঘের মাসি যে তাকে ভয় পেতে হবে।

৫০৬। **বাঘের দুধ** (দুষ্প্রাপ্য বস্তু) ঃ টাকায় নাকি বাঘের দুধ মিলে।

৫০৭। **বুক দিয়ে পড়া** (বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়া) ঃ আত্মীয়-স্বজনের বিপদে বুক দিয়ে পড়া উচিত।

৫০৮। **বড় মুখ** (উচ্চাশা) ঃ বড় মুখ করে এসেছি, আশা করি ফল পাব।

৫০৯। **বরাক্ষরে** (অলক্ষুণে) ঃ বরাক্ষরে বউয়ের হাতে সংসার শেষ।

৫১০। **বাঘের আড়ি** (কঠিন শত্রুতা) ঃ চৌধুরীদের এই বাঘের আড়ি বংশানুক্রমে চলছে।

৫১১। **বিশ বাঁও জলে** (সাফল্যের অতীত) ঃ ছেলের উপার্জনে খাব এমন আশা এখন বিশ বাঁও জলে।

৫১২। **বিনা মেঘে বজ্রপাত** (আকস্মিক বিপদ) ঃ মায়ের মরণ বিনা মেঘে বজ্রপাত মনে হল।

৫১৩। **বিষবৃক্ষ** (অনাচারের উৎস) ঃ যৌতুকের বিষবৃক্ষ তুলে ফেলতে হবে।

৫১৪। **বুক চড় চড় করা** (ঈর্ষা) ঃ পরের ভাল দেখলে বুক চড় চড় করে কেন ?

৫১৫। **বোঝা নামানো** (দায়মুক্ত হওয়া) ঃ হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে কোষাধ্যক্ষের বোঝা নামালাম।

৫১৬। **বোঝা চাপানো** (দায়িত্ব দেওয়া) ঃ বুড়োর ওপর বোঝা চাপানো ঠিক নয়।

ভ

৫১৭। **ভরা ডুবি** (নিদারুণ ক্ষতি) ঃ ব্যবসা করতে গিয়ে তার ভরাডুবি হল।

৫১৮। **ভস্মে ঘি ঢালা** (নিষ্ফল কাজ) ঃ মাস্তান কামালকে উপদেশ দেওয়া আর ভস্মে ঘি ঢালা একই কথা।

৫১৯। **ভাদ্র মাসের তাল** (প্রচণ্ড কিল) ঃ পিঠে ভাদ্র মাসের তাল পড়লেই ঠিক হবে।

৫২০। **ভানুমতীর খেলা** (অবিশ্বাস্য ব্যাপার) ঃ না পড়ে প্রথম বিভাগে পাশ করে সে ভানুমতীর খেলা দেখিয়েছে।

৫২১। **ভিজা বিড়াল** (নিরীহ) ঃ মনে করেছিলাম শিরিন ভিজা বিড়াল, এখন দেখি ঝগড়ায় পটু ;

৫২২। **ভিটায় ঘুঘু চরা** (সর্বস্বান্ত) ঃ আগের দিনে অনেক জমিদারই প্রজার ভিটায় ঘুঘু চরাতেন।

৫২৩। **ভূত ঝাড়া** (নির্দয়ভাবে প্রহার বা গালি দেওয়া) ঃ শিক্ষক এমন ভূত ঝাড়া ঝাড়লেন যে ছাত্ররা পড়া শিখে ক্লাসে আসতে বাধ্য হল।

৫২৪। **ভূতের বেগার খাটা** (নিষ্ফল পরিশ্রম করা) ঃ আশা কভু নাহি মিটে ভূতের বেগার খেটে কাগজে আঁচড় কেটে সকাল বিকাল।

৫২৫। **ভূশুণ্ডীর কাক** (দীর্ঘকালের অভিজ্ঞ ব্যক্তি) ঃ প্রাচীন সংস্কার ভূশুণ্ডীর কাকেরাই আঁকড়ে ধরে রাখে।

৫২৬। **ভেড়া বানানো** (বশীভূত করা, স্ত্রৈণ করা) ঃ বউটা ছোঁড়াকে গুণ করে ভেড়া বানিয়েছে।

৫২৭। **ভেরেণ্ডা ভাজা** (বেকার জীবন যাপন করা) ঃ চাকরি না পেয়ে আড্ডা দিয়ে ভেরেণ্ডা ভেজে দিন কাটাচ্ছে।

৫২৮। **ভুঁই ফোড়** (অর্বাচীন) ঃ ভুঁইফোঁড় বড় লোকদের অহঙ্কারের শেষ নেই।

৫২৯। **ভণিতা দেওয়া** (আসল প্রসঙ্গেব পূর্ব প্রস্তুতি) ঃ ভণিতা না দিয়ে আসল কথা বল।

৫৩০। **ভালুক জ্বর** (ক্ষণস্থায়ী জ্বব) ঃ এ ভালুক জ্বর এখনই সেরে যাবে।

৫৩১। **ভাতে মারা** (না খাইয়ে কষ্ট দেওয়া) ঃ চাকরকে অনেকেই হাতে না মেরে ভাতে মারে।

ম

৫৩২। **মগের মুল্লুক** (অরাজক দেশ) ঃ মগের মুল্লুক নাকি, চাঁদা চাইলেই দিতে হবে ?

৫৩৩। **মড়াকান্না** (উচ্চকণ্ঠে শোক প্রকাশ) ঃ পুত্র পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে শুনে মা মড়াকান্না জুড়ে দিল।

৫৩৪। **মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা** (বিপন্ন ব্যক্তিব ওপর অত্যাচার) ঃ চাকরি গিয়ে রক্ষা নেই, জরিমানা লক্ষ টাকা—এযে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।

৫৩৫। **মনকে চোখ ঠারা** (মিথ্যা প্রবোধ) ঃ প্রথম বিভাগে পাশ না করে বলছ ভাল ফল—মনকে চোখ ঠেরে লাভ কি ?

৫৩৬। **মন পড়ে থাকা** (বিশেষ বিষয়ে আকর্ষণ) ঃ ক্লাসে এলেও মন পড়ে আছে খেলার মাঠে।

৫৩৭। **মন ভাঙানো** (বিরাগ) ঃ কথায় মন ভাঙানো যাবে এত নরম দীনার মন নয়।

৫৩৮। **মন্দের ভাল** (অপেক্ষাকৃত ভাল) ঃ ফেল করার চেয়ে তৃতীয় বিভাগে পাশ মন্দের ভাল।

৫৩৯। **মরণ কামড়** (মরিয়া লোকের অনিষ্ট করার শেষ চেষ্টা) ঃ পাক হানাদার বাহিনী মরণ কামড় দিয়ে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে।

৫৪০। **মাটি করা** (নষ্ট করা) ঃ লেখাপড়া না করে জীবন মাটি করা ঠিক নয়।

৫৪১। **মাটি কামড়ে থাকা** (স্থানত্যাগ না করা) ঃ অনেক কষ্টেও বাবুল মাটি কামড়ে রইল, গ্রাম ছাড়ল না।

৫৪২। **মাটিতে পা না পড়া** (গর্বিত) ঃ টাকার গরমে মাটিতে সুজয়ের পা পড়ে না।

৫৪৩। **মাটির মানুষ** (কোমল প্রকৃতির) ঃ কণার মত এমন মাটির মানুষ আর দেখিনি।

৫৪৪। **মাঠে মারা যাওয়া** (ব্যর্থ হওয়া) ঃ গুণ না থাকলে সুন্দর চেহারা মাঠে মারা যায়।

৫৪৫। **মানিক জোড়** (অভিন্ন হৃদয় দুই বন্ধু) ঃ ওরা দুজন মানিক জোড় এক সাথেই থাকে।

৫৪৬। **মাথা কাটা যাওয়া** (অপমানিত ও লজ্জিত হওয়া) ঃ তৃতীয় বিভাগে পাশ করায় শফিকের মাথা কাটা গেছে।

৫৪৭। **মাথা খাওয়া** (কঠিন শপথ) ঃ মাথা খাও লেখাপড়ায় মন দাও।

৫৪৮। **মাথা খোঁড়া** (মাটিতে মাথা ঠোকা) ঃ বুড়ী মাথা খুঁড়ে তার দুঃখ জানাল।

৫৪৯। **মাথা ঘুরে যাওয়া** (বুদ্ধি লোপ) ঃ আলিফের প্রস্তাব শুনে আমার মাথা ঘুরে গেল।

৫৫০। **মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া** (হঠাৎ মহাবিপদ) ঃ একমাত্র পুত্রের দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পিতার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

৫৫১। **মাথায় হাত বুলানো** (কৌশলে স্বার্থসিদ্ধি করা) ঃ ধমকে হবে না, মাথায় হাত বুলিয়ে কাজ উদ্ধার করতে হবে।

৫৫২। **মাথার ঘাম পায়ে ফেলা** (অত্যধিক শ্রম) ঃ মাথার ঘাম পায়ে না ফেললে জীবনে উন্নতি হয় না।

৫৫৩। **মানুষ চালিয়ে খাওয়া** (চতুরতার মাধ্যমে জীবিকার্জন) ঃ আমিন মানুষ চালিয়ে খায়, তাকে সহজ ভেব না।

৫৫৪। **মান্ধাতার আমল** (অতি প্রাচীনকাল) ঃ মান্ধাতা আমলের রীতিনীতি এখন কেউ মানতে চায় না।

৫৫৫। **মার্কামারা** (সুচিহ্নিত) ঃ মাস্তান হিসেবে বকুল মার্কামারা।

৫৫৬। **মিছরির ছুরি** (মধুর অথচ তীক্ষ্ণ) ঃ গোলাপির হাসি যেন মিছরির ছুরি।

৫৫৭। **মুখ চুন হওয়া** (লজ্জায় বা ভয়ে ম্লান হওয়া) ঃ অপরাধের অভিযোগ শুনে সুমিতের মুখ চুন হয়ে গেল।

৫৫৮। **মুখ তুলে চাওয়া** (প্রসন্ন হওয়া) ঃ বিধাতা মুখ তুলে চেয়েছেন,পলাশের চাকরি হয়েছে।

৫৫৯। **মুখ রাখা** (মান বজায় রাখা) ঃ ভাল করে পড়লেই বংশের মুখ রাখা যায়।

৫৬০। **মুখে দুধের গন্ধ** (অতি কম বয়স) ঃ রুমা একরত্তি মেয়ে, এখনও তার মুখে দুধের গন্ধ।

৫৬১। **মুস্কিল আসান** (নিষ্কৃতি) ঃ সার্টিফিকেটটা পাওয়াতে মুস্কিল আসান হল।

৫৬২। **মেনি মুখো** (লাজুক) ঃ মেনি মুখো মেয়ের ভবিষ্যৎ কি ?

৫৬৩। **ম্যাও ধরা** (ঝুঁকি ও দায়িত্ব নেওয়া) ঃ সবাই বলে প্রতিবাদ কর কিন্তু ম্যাও ধরে কে ?

৫৬৪। **মাকাল ফল** (অন্তঃসারশূন্য) ঃ বাইরে ধোপদুরস্ত হলে কি হবে আসলে সোহাগ একটা মাকাল ফল।

৫৬৫। **মশা মারতে কামান দাগা** (সামান্য কাজে বিরাট আয়োজন) ঃ চাঁদাবাজ দমনের জন্য পুলিশ এনে মশা মারতে কামান দাগা হল।

৫৬৬। **মাছের মায়ের পুত্র শোক** (কৃত্রিম শোক) ঃ কালোবাজারীরা এবার নাকি দুর্ভিক্ষ ত্রাণ তহবিল গড়ে তুলছে, ব্যাপারটা অনেকখানি মাছের মায়ের পুত্র শোকের মত।

৫৬৭। **মন না মতি** (চিত্তের অস্থিরতা) ঃ কথায় বলে মন না মতি, মনের বদল তো হতেই পারে।
৫৬৮। **মুখে ফুল চন্দন পড়া** (শুভ সংবাদের জন্য ধন্যবাদ) ঃ সুসংবাদ দেওয়ার জন্য তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।
৫৬৯। **মামার বাড়ির আবদার** (সহজে মিটে এমন) ঃ চাইলেই টাকা একি মামার বাড়ির আবদার।
৫৭০। **মাথায় ওঠা** (প্রশ্রয় পেয়ে ধৃষ্টতা) ঃ বেশি সুযোগ দিয়ে রীনাকে মাথায় উঠিয়েছ।
৫৭১। **মেছো হাটা** (তুচ্ছ বিষয়ে মুখরিত) ঃ শিক্ষক অনুপস্থিত থাকায় ক্লাসটা মেছো হাটা হয়ে উঠল।

য

৫৭২। **যক্ষের ধন** (কৃপণের ধন) ঃ বুড়ো যক্ষের ধনের মত তার সম্পত্তি আগলে রেখেছে।
৫৭৩। **যমের অরুচি** (যে সহজে মরে না) ঃ বুড়ীর প্রতি যমেরও অরুচি।
৫৭৪। **যাচ্ছেতাই** (নিকৃষ্ট) ঃ এমন যাচ্ছেতাই জিনিস দিয়ে পার পাওয়া যাবে না।
৫৭৫। **যেখানে সেখানে** (যত্রতত্র) ঃ যেখানে সেখানে দিবসে দুপুরে নিদ্রাটি আছে সাধা।
৫৭৬। **যো হুকুম** (চাটুকার) ঃ যো হুকুমের দল সাহেবকে যা বোঝায় তাই বুঝেন।
৫৭৭। **যম যন্ত্রণা** (খুব কষ্ট) ঃ অভাবের সংসারে যমযন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু মেলেনি।
৫৭৮। **যমের দোসর** (নিষ্ঠুর ব্যক্তি) ঃ লোকটা যমের দোসর, তার ছায়া না মাড়ানোই উত্তম।
৫৭৯। **যমের ভুল** (যার মরণ হয় না) ঃ সংসারের কষ্টে যমের ভুল হয়ে থাকব কত কাল।

র

৫৮০। **রয়ে সয়ে** (ধীরে সুস্থে) ঃ কাজটা জটিল বলে রয়ে সয়ে সমাধা করতে হবে।
৫৮১। **রাই কুড়িয়ে বেল** (ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে বৃহৎ) ঃ সংসারে রোজি রাই কুড়িয়ে বেল করেছে।
৫৮২। **রাঘব বোয়াল** (অতিলোভী সর্বগ্রাসী ব্যক্তি) ঃ সমাজের রাঘব বোয়ালরাই সব লুটে খায়।
৫৮৩। **রাঙা মূলো** (প্রিয়দর্শন কিন্তু গুণহীন) ঃ এমন রাঙা মূলো দিয়ে এ কঠিন কাজ হবে না।
৫৮৪। **রাজা উজির মারা** (আড়ম্বরপূর্ণ গালগল্প) ঃ লেখাপড়ার নাম নেই কেবল রাজা উজির মারা হচ্ছে।
৫৮৫। **রাবণের গুষ্টি** (বড় পরিবার) ঃ রাবণের গুষ্টিকে পালতে গিয়েই জীবন শেষ।
৫৮৬। **রাবণের চিতা** (চির অশান্তি) ঃ একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে বুড়ীর বুকে রাবণের চিতা জ্বলছে।
৫৮৭। **রায় বাঘিনী** (উগ্র স্বভাবের নারী) ঃ যে সংসারের কর্ত্রী রায় বাঘিনী সেখানে সুখ নেই।
৫৮৮। **রাশভারি** (গম্ভীর) ঃ রাশভারি লোকের কাছে মানুষ যেতে চায় না।
৫৮৯। **রগচটা** (একটুতেই যে রেগে যায়) ঃ রগচটা হলে অনেক বিপত্তি।
৫৯০। **রাজ যোটক** (যোগ্যের সাথে যোগ্যের মিলন) ঃ যেমন বর তেমন বউ—এ যেন রাজ যোটক হয়েছে।
৫৯১। **রক্তের টান** (স্বজনপ্রীতি) ঃ রক্তের টানেই মামা চাকরি দেয় ভাগনেকে।
৫৯২। **রেখে ঢেকে বলা** (চেপে রাখা) ঃ রেখে ঢেকে না বললে অনেকেই অসন্তুষ্ট হয়।
৫৯৩। **রাশ আলগা করা** (শাসন না করা) ঃ ছেলের রাশ আলগা করলে তার বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।
৫৯৪। **রাজার হাল** (আড়ম্বর) ঃ বাবার ধন ছিল তাই রাজার হালে কাটাচ্ছ।
৫৯৫। **রুই কাতলা** (পদস্থ ব্যক্তি) ঃ সমাজের রুই কাতলারাই ত বিধান দেয়।
৫৯৬। **রাতকানা** (যে রাতে দেখে না) ঃ রাতকানা নাকি যে রাস্তায় হোঁচট খেলে ?
৫৯৭। **রাহুর দশা** (দুঃসময়) ঃ ব্যবসায় ফেল করে গহর রাহুর দশায় পড়েছে।

ল

৫৯৮। **লগন চাঁদ** (ভাগ্যবান) ঃ নিজের তো আছেই, স্ত্রীর সম্পত্তিও পেয়েছে, জামালের মত লগন চাঁদ আর কে ?

৫৯৯। **লঘুগুরু জ্ঞান** (কাণ্ডজ্ঞান) ঃ লঘুগুরু জ্ঞান রেখেই জীবনে চলতে হয়।

৬০০। **লম্বা দেওয়া** (চম্পট দেওয়া) ঃ পড়ার কড়া চাপে ইমরান ক্লাস থেকে লম্বা দিল।

৬০১। **ললাটের লিখন** (অমোঘ ভাগ্য) ঃ ললাটের লিখন খণ্ডানো যায় না।

৬০২। **লাল পানি** (মদ) ঃ লাল পানি পিয়ে দেখি সবকিছু চুর।

৬০৩। **লাল বাতি জ্বালা** (দেউলিয়া হওয়া) ঃ ধরন না জেনে ব্যবসায় নামায় অল্পদিনেই নজিরের লাল বাতি জ্বলল।

৬০৪। **লাল হয়ে যাওয়া** (ধনশালী হওয়া) ঃ চোরাচালানীতে নকিব অল্পদিনেই লাল হয়ে গেল।

৬০৫। **লুফে নেওয়া** (সাগ্রহে গ্রহণ করা) ঃ ক্লাসে প্রশ্নটি রানা লুফে নিল।

৬০৬। **লেজ গুটানো** (ভীত হওয়া) ঃ জনতার রোষ দেখেই সন্ত্রাসীরা লেজ গুটাল।

৬০৭। **লেজে খেলানো** (চাতুরি দ্বারা কষ্ট দেয়া) ঃ রনিকে আর লেজে খেলিও না।

৬০৮। **লেজে গোবরে করা** (বিশৃঙ্খল করা) ঃ যোগ্যতা না থাকলে কাজ লেজে গোবরে করবেই।

৬০৯। **লেজে পা পড়া** (স্বার্থহানি হওয়া) ঃ যত ভাল লোকই হোক, লেজে পা পড়লে কেউ তা সহ্য করে না।

৬১০। **লেফাফা দুরস্ত** (বাইরে পরিপাটি) ঃ ভেতরে যাই থাকুক না কেন সে আচরণে লেফাফা দুরস্ত।

৬১১। **লোক হাসানো** (আচরণে হাস্যাস্পদ হওয়া) ঃ পরীক্ষা না দিয়ে লোক-হাসানো কাজ তুমি করবে ভাবিনি।

শ

৬১২। **শকুনি মামা** (কুটিল) ঃ ম্যানেজার সাক্ষাৎ শকুনি মামা—যত গণ্ডগোলের মূল।

৬১৩। **শনির দশা** (দুরদৃষ্ট) ঃ শনির দশা লেগেই স্বপনের এই অবস্থা—দুবারেও পাশ করতে পারেনি।

৬১৪। **শাঁখের করাত** (উভয় সঙ্কট) ঃ সত্য কথা বললে লোকটির চাকরি যাবে, আর গোপন করলে মনিরের ক্ষতি—এযে শাঁখের করাত।

৬১৫। **শাক দিয়ে মাছ ঢাকা** (দোষ গোপনের বৃথা চেষ্টা) ঃ লেখাপড়া কর না স্বীকার কর, শাক দিয়ে মাছ ঢাক কেন ?

৬১৬। **শাপে বর** (অকল্যাণ থেকে কল্যাণ) ঃ চাকবি যাবার কথা, হয়েছে পদোন্নতি—এ দেখি শাপে বর।

৬১৭। **শিকায় ওঠা** (স্থগিত) ঃ দুর্মূল্যের দিনে বাড়ি তৈরি করা শিকায় উঠেছে।

৬১৮। **শিঙে ফোঁকা** (মরা) ঃ খাও দাও নৃত্য কর মনের সুখে, কে কবে যাবি রে ভাই শিঙে ফুঁকে।

৬১৯। **শিবরাত্রির সলতে** (একমাত্র সন্তান) ঃ মেয়েটির আদর করে বুড়ী, কারণ সে তার শিব রাত্রির সলতে।

৬২০। **শিয়ালের যুক্তি** (ব্যর্থ জল্পনা-কল্পনা) ঃ বর্ষা এলেই সড়ক মেরামতের কথা হয় কিন্তু সেসব শিয়ালের যুক্তি।

৬২১। **শিরে সংক্রান্তি** (বিপদ মাথার ওপর) ঃ সারা বছর লেখাপড়া না করে এখন শিরে সংক্রান্তি করে পড়লে লাভ নেই।

৬২২। **শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়া** (আলস্যে সময় নষ্ট করা) ঃ শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়লে পরীক্ষায় পাশ হয় না।

৬২৩। **শেষ রক্ষা** (শুভ সমাপ্তি) ঃ মোটামুটি পড়েছি, এখন শেষ রক্ষা হলেই ভাল।

৬২৪। **শরতের শিশির** (সুসময়ের বন্ধু) ঃ টাকা হলে শরতের শিশিরও জমতে থাকে।

৬২৫। **শত্রুর মুখে ছাই** (কুদৃষ্টি এড়ানো) ঃ শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তার সব ছেলেই ডাক্তার হয়েছে।

৬২৬। **শূন্যে সৌধ নির্মাণ** (অলীক কল্পনা) ঃ জীবনের সোনালী স্বপ্নের পরিণতিতে শূন্যে সৌধ নির্মিত হয়েছে।

৬২৭। **শুকনোয় ডিঙি চালানো** (শক্তিতে কাজ করা) ঃ শক্তি খাটাও তাহলে শুকনোয় ডিঙি চলবে।

৬২৮। **শ্রীঘর** (কারাগার) ঃ মাস্তানি করে সে শ্রীঘরে গেছে।

ষ

৬২৯। **ষত্ব ণত্ব জ্ঞান** (কাণ্ডজ্ঞান) ঃ ষত্ব ণত্ব জ্ঞান নেই এমন লোক হল সভাপতি।

৬৩০। **ষাঁড়ের গোবর** (অযোগ্য) ঃ এমন ষাঁড়ের গোবরের কাছ থেকে ভাল ফল পাওয়া যায় না।

৬৩১। **ষোল কলায় পূর্ণ** (পরিপূর্ণ) ঃ শাশুড়ির আদর পেয়ে বউয়ের সোহাগেব ষোল কলা পূর্ণ হল।

৬৩২। **ষোল কড়াই কানা** (সম্পূর্ণ বিনষ্ট) ঃ অপদার্থের হাতে পড়ে সংসারের ষোল কড়াই কানা।

৬৩৩। **ষণ্ডামার্কা** (গুণ্ডা ধরনের লোক) ঃ এমন ষণ্ডামার্কা চেহারা দারোয়ানের উপযুক্ত।

৬৩৪। **ষোল আনা** (পুরাপুরি) ঃ নিজের ব্যাপার সবাই ষোল আনা বুঝে নিতে চায়।

৬৩৫। **ষোল কলা** (সম্পূর্ণ) ঃ সমান যোগ্যতা না হলে দলের ষোলকলা পূর্ণ হবে না।

৬৩৬। **ষাটের কোলে** (অধিক বয়স) ঃ ষাটের কোলে এসেও পরকালের চৈতন্য হল না।

৬৩৭। **সবুরে মেওয়া ফলে** (ধৈর্যে সুফল মিলে) ঃ সবুরে মেওয়া ফলে মনে রেখেই দুঃখের দিন কাটাচ্ছি।

৬৩৮। **সরফরাজি করা** (অযোগ্য ব্যক্তির চালাকি) ঃ তোমার সরফরাজি করা এখানে চলবে না, জায়গা বড় শক্ত।

৬৩৯। **সাক্ষীগোপাল** (ব্যক্তিত্বহীন নিষ্ক্রিয় দর্শক) ঃ সংসার এখন গিন্নীর হাতে, কর্তা সাক্ষীগোপাল মাত্র।

৬৪০। **সাত খুন মাফ** (অত্যধিক প্রশ্রয়) ঃ রানুর সাত খুন মাফ, বড় আপার কাছে অভিযোগ করে লাভ নেই।

৬৪১। **সাত সতের** (বিচিত্র রকমের) ঃ সারাদিন সে সাত সতের কাজে জড়িয়ে থাকে।

৬৪২। **সুখের পায়রা** (সুদিনের বন্ধু) ঃ টাকা থাকলে সুখের পায়রা জোটে।

৬৪৩। **সোনায় সোহাগা** (সুন্দর মিল) ঃ বর সুপুরুষ কনে সুন্দরী, একেবারে সোনায় সোহাগা।

৬৪৪। **সোনার পাথর বাটি** (অসম্ভব বস্তু) ঃ নতুন পরিকল্পনাটি সোনার পাথর বাটি বলে মনে হয়।

৬৪৫। **স্বর্গের সিঁড়ি** (শ্রেষ্ঠ সুখ লাভের উপায়) ঃ পরীক্ষায় প্রথম হওয়া স্বর্গের সিঁড়ির প্রথম ধাপ।

৬৪৬। **সর্ষে ফুল দেখা** (অন্ধকার দেখা) ঃ পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি পেয়ে অনেকে চোখে সর্ষে ফুল দেখে।

৬৪৭। **সাত পাঁচ** (বিবিধ) ঃ সাত পাঁচ ভেবে লাভ নেই, কাজ কর।

৬৪৮। **সাপে নেউলে** (নিদারুণ শত্রুতা) ঃ দুই বোনে এখন সাপে নেউলে সম্পর্ক।

৬৪৯। **সাপের ছুঁচো গেলা** (অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে কাজ করা) ঃ দুর্মূল্যের দিনে বাজারে গিয়ে অনেকেরই সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা।

৬৫০। **সাবধানের মার নেই** (সতর্কতায় বিপদ নেই) ঃ হরতালের খোঁজ নিয়ে পথে বের হয়ো—সাবধানের মার নেই।

৬৫১। **সোনার চাঁদ** (অতি আদরের) ঃ সোনার চাঁদ নাতিটি ছাড়া বুড়ী থাকতে পারে না।

৬৫২। **সেয়ানে সেয়ানে** (চালাকে চালাকে) ঃ পরিচালক আর ম্যানেজার—দুজনেই সমান, এখন সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি চলছে।

৬৫৩। **সবে ধন নীলমণি** (একমাত্র অবলম্বন) ঃ সবে ধন নীলমণি পুত্র পিতার অবহেলায় এখন মাস্তান।

৬৫৪। **সাফাই গাওয়া** (দোষ এড়ানোর চেষ্টা) ঃ আসলেই লোকটা পাজি, তুমি অনর্থক তার সাফাই গেয়ো না।

৬৫৫। **সাতেও নয়, পাঁচেও নয়** (নির্লিপ্ত) ঃ কারও সাতেও নয়, পাঁচেও নয়—এমন পথই সুখের উপায়।

৬৫৬। **সাপের পাঁচ পা দেখা** (অহঙ্কারী হওয়া) ঃ পদোন্নতি পেয়ে সে সাপের পাঁচ পা দেখেছে।

৬৫৭। **সখাত সলিলে** (ঘোর বিপদে নিপতিত) ঃ পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে নিজেই ফেঁসে গিয়ে কবিম এখন সখাত সলিলে ডুবতে বসেছে।

৬৫৮। **সব শেয়ালের এক রা** (ঐকমত্য) ঃ মোদের দাবি মানতে হবে বলে সব শেয়ালের এক রা শোনা যাচ্ছে।

হ

৬৫৯। **হকের ধন** (ন্যায় সঙ্গত প্রাপ্য) ঃ হকের ধন অপরে লুটে খাবে কেন?

৬৬০। **হচ্ছে হবে** (দীর্ঘসূত্রিতা) ঃ হচ্ছে হবে বলে তো অনেক সময় চলে গেল।

৬৬১। **হ য ব র ল** (বিশৃঙ্খলা) ঃ পড়ার টেবিলটা হ য ব র ল হয়ে আছে।

৬৬২। **হরি ঘোষের গোয়াল** (বহু অপদার্থ ব্যক্তির সমাবেশ) ঃ ছাত্রাবাসটা হয়েছে হরি ঘোষের গোয়াল।

৬৬৩। **হরিলুট** (অপচয়) ঃ পরের টাকা পেলে হরিলুট দেওয়া যায়।

৬৬৪। **হস্তীমূর্খ** (বুদ্ধিতে স্থূল) ঃ সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না, তুমি কি এমন হস্তীমূর্খ?

৬৬৫। **হাঁটুর বয়স** (নিতান্ত শিশু) ঃ সমান সমান না হলে হাঁটুর বয়সীদের সঙ্গে কি খেলা জমে?

৬৬৬। **হাঁড়ি ঠেলা** (ক্লেশকর রন্ধন কার্য) ঃ লেখাপড়া না করলে মেয়েদের হাঁড়ি ঠেলে জীবন কাটাতে হবে।

৬৬৭। **হাটে হাঁড়ি ভাঙা** (গোপন কলঙ্ক প্রচার করা) ঃ ঘুষের ভাগ না দেওয়ায় সহকর্মী হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিতে চাইল।

৬৬৮। **হাড়ে দুর্বা গজানো** (অত্যন্ত অলস হওয়া) ঃ মকিম সারাদিন ঘুমায়, দুদিন পরেই ওর হাড়ে দুর্বা গজাবে।

৬৬৯। **হাড়ে বাতাস লাগা** (শান্তি) ঃ সবখানেই হৈ চৈ, এমন জায়গা নেই যেখানে দুদিন থাকলে হাড়ে বাতাস লাগে।

৬৭০। **হাড়ে ভেলকি খেলা** (চতুর ব্যক্তির কাজ) ঃ ভাল ম্যানেজার পেয়েছ—হাড়ে ভেলকি খেলতে ওস্তাদ।

৬৭১। **হাড়ে হাড়ে** (সম্পূর্ণরূপে) ঃ লেখাপড়া না করলে ফলটা হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

৬৭২। **হাতঝাড়া দিলে পর্বত** (স্বচ্ছল অবস্থা) ঃ বড় লোক হাতঝাড়া দিলে পর্বত অথচ দরজা থেকে ভিক্ষুক ফিরে যায়।

৬৭৩। **হাত দিয়ে জল গলে না** (কৃপণ) ঃ তার হাত দিলে জল গলে না, তার কাছে কিছু আশা করো না।

৬৭৪। **হাত ধুয়ে বসা** (নিশ্চিন্ত বোধ করা) ঃ মাসে বেতন এনে হাত ধুয়ে বস, সংসার চলে কিভাবে?

৬৭৫। **হাতুড়ে বদ্যি** (আনাড়ি চিকিৎসক) ঃ হাতুড়ে বদ্যির হাতে পড়ে রোগীর যায় যায় অবস্থা।

৬৭৬। **হাতে কলমে** (বাস্তব শিক্ষা বা প্রমাণ) ঃ হাতে কলমে না শিখলে ভাল করে কাজ শেখা হয় না।

৬৭৭। **হাতে খড়ি** (শিক্ষার সূত্রপাত) ঃ মায়ের কাছেই মেয়েদের রান্নার হাতে খড়ি হয়।

৬৭৮। **হাতে দড়ি** (অপরাধের জন্য ধরা পড়া) ঃ ঘুষ খেলে যে হাতে দড়ি পড়তে পারে এমন কেউ ভাবে না।

৬৭৯। **হাতে নাতে ধরা** (অপরাধ করার সময় ধরা) ঃ চোরটি হাতে নাতে ধরা পড়ল।

৬৮০। **হাতে না মেরে ভাতে মারা** (পরোক্ষ শাস্তি দেওয়া) ঃ চাকরি খেয়ে গরিবকে হাতে না মেরে ভাতে মারবেন না।

৬৮১। **হাতের পাঁচ** (শেষ সম্বল) ঃ সংসারে হাতের পাঁচ রেখে চলতে হয়।

৬৮২। **হাতের সুখ** (যথেচ্ছ প্রহারে আনন্দ) ঃ চোর ধরা পড়লে অনেকে হাতের সুখ মিটায়।

৬৮৩। **হাতে হাতে** (সঙ্গে সঙ্গে) ঃ আলস্যের ফল হাতে হাতেই পাওয়া যায়।

৬৮৪। **হা পিত্যেশ করা** (ব্যাকুলভাবে আশা করা) ঃ বাপের সম্পত্তির লোভে কামাল হা পিত্যেশ করে বসে আছে।

৬৮৫। **হাল ছেড়ে দেওয়া** (হতাশ হয়ে চেষ্টা থেকে বিরত) ঃ একবার ফেল করেই হাল ছেড়ে দিলে ?

৬৮৬। **হালে পানি না পাওয়া** (শত চেষ্টাতেও সমর্থ না হওয়া) ঃ হালে পানি পাওয়া যাবে না বলে ফরিদ কেটে পড়ল।

৬৮৭। **হিমসিম খাওয়া** (ক্লেশ পাওয়া) ঃ পারুল সংসার নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে।

৬৮৮। **হীরার ধার** (অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি) ঃ আগের কালে হীরার ধার হলেও ছেলেরা মুরুব্বীদের সামনে কথা বলত না।

৬৮৯। **হোমরা চোমরা** (গণ্যমান্য ব্যক্তি)ঃ চালচলনে জাফরকে একজন হোমরা চোমরা মনে হয়।

৬৯০। **হাতটান** (চুরির অভ্যাস) ঃ চাকরটার হাত টানের অভ্যাস আছে।

৬৯১। **হাড় হাভাতে** (হতভাগ্য) ঃ এমন হাড় হাভাতে ছেলে নিয়ে পিতার দুর্গতির শেষ নেই।

৬৯২। **হাতির খোরাক** (অত্যধিক আহার) ঃ চাকরের জন্য এমন হাতির খোরাক কে যোগাবে ?

৬৯৩। **হিতে বিপরীত** (উল্টা ফল) ঃ উপদেশ পেয়ে ছেলেটি আরও খারাপ হল—এযে হিতে বিপরীত।

৬৯৪। **হাড়ির হাল** (দুর্দশার একশেষ) ঃ রোদে ঘুরে চেহারার একি হাড়ির হাল হয়েছে।

৬৯৫। **হ্রস্বদীর্ঘ জ্ঞান** (কাণ্ডজ্ঞান) ঃ হ্রস্বদীর্ঘ জ্ঞান নেই, অথচ এসেছ বিচার করতে।

৬৯৬। **হীরের টুকরা** (অতি উত্তম চরিত্রের) ঃ এমন হীরের টুকরা ছেলেমেয়ে—তোমার চিন্তা কি ?

৬৯৭। **হাড় হদ্দ** (নাড়ী নক্ষত্র) ঃ নাসিরের হাড় হদ্দ আমার জানা হয়েছে।

৬৯৮। **হাত দিয়ে হাতি ঠেলা** (অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা) ঃ প্রথম হওয়া কি হাত দিয়ে হাতি ঠেলা মনে করেছ ?

৬৯৯। **হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা** (হেলায় সুযোগ নষ্ট করা) ঃ এমন ভাল চাকরি ছেড়ে দিলে—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে ?

৭০০। **হেস্তনেস্ত** (মীমাংসা) ঃ এ বিরোধের একটা হেস্তনেস্ত না করলে বিপদ হবে।

৭০১। **হদিস পাওয়া** (সঠিক সংবাদ পাওয়া) ঃ অনেক চেষ্টায় হারানো বইয়ের হদিস পাওয়া গেছে।

৭০২। **হাত ধরা** (অনুরোধ করা) ঃ এত হাত ধরেও কোন লাভ হল না।

৭০৩। **হাত পাতা** (ভিক্ষা করা) ঃ পরের কাছে হাত পাততে জাতি আর লজ্জাবোধ করে না।

অনুশীলনী

১। যে-কোন **ছয়টি** বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ অবলম্বনে **ছয়টি** অর্থবোধক বাক্য রচনা কর ঃ

আসরে নামা ; হাঁড়ির হাল ; হাত টান ; সাত সতের ; শাপে বর ; আষাঢ়ে গল্প ; খয়ের খাঁ ; গুড়ে বালি ; তীর্থের কাক ; মাছের মা।

২। নিচের যে-কোন **ছয়টি** বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ অবলম্বনে ছয়টি অর্থবহ বাক্য গঠন কর ঃ

ঘাটের মড়া ; কথার কথা ; গোঁফ খেজুরে ; চুনোপুঁটি ; শাক দিয়ে মাছ ঢাকা ; চোরাবালি ; তামার বিষ ; দুধের মাছি ; মগের মুল্লুক ; লম্বা দেওয়া।

৩। নিচের যে-কোন **ছয়টি** বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ অবলম্বনে ছয়টি অর্থবহ বাক্য গঠন কর ঃ

অগ্নিপরীক্ষা ; ইঁদুর কপালে ; ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো ; ঝাঁকের কই ; টাকার গরম ; পটল তোলা ; ভূতের বেগার; কান পাতলা ; খয়ের খাঁ।

৪। অর্থসহ বাক্য গঠন কর (যে-কোন **ছয়টি**) ঃ

অক্কা পাওয়া ; অকূল পাথার ; আঠার মাসে বছর ; এলাহি কাণ্ড ; কাঁচা পয়সা ; গড্ডলিকা প্রবাহ ; ঘোড়া রোগ ; টনক নড়া ; দুধের মাছি ; যক্ষের ধন।

৫। অর্থসহ বাক্য গঠন কর (যে-কোন **ছয়টি**) ঃ

অমৃতে অরুচি ; আকাশে তোলা ; আদিখ্যেতা ; কান পাতলা ; চোরাবালি ; টোপ ফেলা ; রাঘব বোয়াল ; পালের গোদা ; মানিকজোড় ; শ্রীঘর।

৬। অর্থবোধক বাক্য রচনা কর (যে-কোন **ছয়টি**) ঃ

ষোল কড়াই কানা ; সাপের ছুঁচো গেলা ; সোনায় সোহাগা ; শিয়ালের যুক্তি ; সাত খুন মাফ ; নেই আঁকড়া ; পথের কাঁটা ; ভূতের বেগার ; রাশ ভারি ; লম্বা দেওয়া ; হাড় হদ্দ।

৭। যে-কোন **ছয়টি** বাগধারার সাহায্যে অর্থবোধক বাক্য রচনা কর ঃ

রক্তের টান ; সখাত সলিলে ; হীরের টুকরো ; লম্বা দেওয়া ; পটল তোলা ; দুধের মাছি ; খয়ের খাঁ ; শাপে বর ; হাড় জুড়ানো।

৮। **যে-কোন ছয়টি বাগধারার সাহায্যে পৃথক পৃথক বাক্য রচনা কর ঃ**

হাড় হদ্দ ; আষাঢ়ে গল্প ; বুকের পাটা ; কলুর বলদ ; চোখের বালি ; তামার বিষ ; নয় ছয় ; শাঁখের করাত ; পুকুর চুরি।

৯। যে-কোন **ছয়টি** বাগধারার সাহায্যে পৃথক পৃথক বাক্য রচনা কর ঃ

অরণ্যে রোদন ; হাল ছাড়া ; সুখের পায়রা ; বড় মুখ ; বিসমিল্লায় গলদ ; পেটে ভাতে ; গোঁফ খেজুরে।

১০। যে-কোন **ছয়টি** বিশিষ্টার্থক শব্দের সাহায্যে সার্থক বাক্য রচনা কর ঃ

তালপাতার সেপাই ; আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ ; গভীর জলের মাছ ; ভিটেয় ঘুঘু চড়ানো ; মগের মুল্লুক ; ছেলের হাতের মোয়া ; ঝাঁকের কই ; কানপাতলা ; আকাশ কুসুম।

১১। যে-কোন **ছয়টি** বাগধারার সাহায্যে অর্থগ্রাহ্য বাক্য রচনা কর ঃ

ইঁদুর কপালে ; চোরাবালি ; একচোখা ; লম্বা দেওয়া ; তুলসী বনের বাঘ ; ঢাক ঢাক গুড় গুড় ; বুদ্ধির ঢেঁকি ; রক্তের টান ; তাল সামলানো ; মাটির মানুষ।

১২। যে-কোন **ছয়টি** বাগধারার সাহায্যে অর্থগ্রাহ্য বাক্য রচনা কর ঃ

অগ্নিপরীক্ষা ; আঠার মাসে বছর ; এলাহি কাণ্ড ; কান পাতলা ; কলির সন্ধ্যা ; ঢাকের কাঠি ; হাতের পাঁচ ; গভীর জলের মাছ ; মগের মুল্লুক ; আসরে নামা।

১৩। যে-কোন ছয়টি বাগধারার সার্থক প্রয়োগে পৃথক পৃথক বাক্য রচনা কর ঃ

অরণ্যে রোদন ; ইঁদুর কপালে ; খয়ের খাঁ ; কই মাছের প্রাণ ; চোরাবালি ; টনক নড়া ; ডামাডোল ; পাথরে পাঁচ কিল ; শকুনি মামা ; একচোখা।

১৪। যে-কোন **ছয়টি** বাগধারার সাহায্যে পৃথক পৃথক বাক্য রচনা কর ঃ

বুদ্ধির ঢেঁকি ; ভরাডুবি ; তীর্থের কাক ; দুধের মাছি ; ডুমুরের ফুল ; তাসের ঘর ; চোখের বালি ; টাকার কুমির ; গোবরে পদ্মফুল ; গোঁফ খেজুরে।

১৫। যে-কোন ছয়টি বাগধারার সাহায্যে পৃথক পৃথক বাক্য রচনা কর ঃ

উড়নচণ্ডী ; ওজন বুঝে চলা ; তুষের আগুন ; ঠোঁট কাটা ; গোঁয়ার গোবিন্দ ; ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া ; ব্যাঙের আধুলি ; পাথরে পাঁচ কিল ; বিসমিল্লায় গলদ।

১৬। বাক্যে প্রয়োগ দেখাও (যে-কোন **পাঁচটি**) ঃ

কৈ মাছের প্রাণ ; কান ভারী করা ; গণেশ উল্টানো ; ঠুঁটো জগন্নাথ ; নেই আঁকড়া ; ভূশুণ্ডীর কাক ; বাঘের দুধ ; কূপমণ্ডুক ; অকূল পাথার ; বসন্তের কোকিল।

১৭। বাক্যে নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক অংশগুলোর প্রয়োগ দেখাও **(পাঁচটি)** ঃ

বোঝার ওপর শাকের আঁটি ; ধোয়া তুলসী পাতা ; নবাবি করা ; মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত ; ফুটিফাটা হওয়া ; বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় ; প্রদীপের নিচেই অন্ধকার।

১৮। বাক্যে নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক অংশগুলোর প্রয়োগ দেখাও (যে-কোন **পাঁচটি**) ঃ

বেল পাকলে কাকের কি ; বাদুর ঝোলা ; গাছপাথর ; হরিঘোষের গোয়াল ; ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া ; মৌচাকে ঢিল ; ধুন্ধুমার কাণ্ড।

১৯। অর্থসহ বাক্য রচনা কর ঃ

অগ্নিপরীক্ষা ; চোখের বালি ; বিষবৃক্ষ ; রৌদ্র করোটিতে ; অনল প্রবাহ।

২০। বাগবিধিসম্মত ব্যবহার দেখিয়ে বাক্য রচনা কর (যে-কোন **পাঁচটি**) ঃ

অকাল বোধন ; ইঁদুর কপালে ; কংস মামা ; গুড়ে বালি ; ঝাঁকের কই ; ঢাকের কাঠি ; তুষের আগুন।

২১। নিম্নের যে-কোন পাঁচটি বিশিষ্টার্থক শব্দ বা বাক্যাংশ দ্বারা বাক্য গঠন কর ঃ

আলালের ঘরের দুলাল ; পটল তোলা ; অকূলে কূল পাওয়া ; বক ধার্মিক ; ঠোঁট কাটা ; কেউকেটা ; ঘোড়া রোগ ; তুষের আগুন ; নয় ছয় ; অরণ্যে রোদন।